তাওহীদ পাবলিকেশন্স

শিশু প্রতিপালন

ও শিশু সম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত মাসায়েল

আবদুল হামীদ ফাইযী

শিশু-প্রতিপালন

ও

শিশু-সম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত মাসায়েল

أحكام الطفل

عبد الحميد المدني

প্রণয়নে
আব্দুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী
বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক ইসলামী গবেষক, লেখক, মুহাক্কিক আলিম ও দাঈ

www.QuranerAlo.com

সূচীপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	ভূমিকা	৪
২.	সন্তানের প্রয়োজনীয়তা	৫
৩.	সন্তানের জন্ম	৮
৪.	সন্তানের বংশ	১১
৫.	দুগ্ধপান	১৪
৬.	নামকরণ	১৬
৭.	আকীকাহ	১৮
৮.	খতনা	১৯
৯.	শিশু-প্রতিপালন	২০
১০.	কুড়ানো ছেলের প্রতিপালন	২১
১১.	এতীম-প্রতিপালন	২২
১২.	শিশুর ভরণ-পোষণ	২৫
১৩.	সন্তানদের মাঝে ন্যায়পরায়ণতা	২৭
১৪.	শিশুর তরবিয়ত	২৮
১৫.	সন্তানকে আদর-যত্ন	৩৮
১৬.	নাবালক শিশু ও পর্দা	৩৯
১৭.	শিশু ও নামায-সংক্রান্ত কিছু মাসায়েল	৪০
১৮.	শিশু ও রোযা-হজ্জ	৪০
১৯.	বাল্য-বিবাহ, তালাক ও ইদ্দত	৪১
২০.	শিশু ও শিশু কর্তৃক ক্রয়-বিক্রয়	৪১
২১.	শিশু-কিশোর ও জিহাদ	৪২
২২.	শিশু ও অপরাধ	৪২
২৩.	শিশুর ধর্ম ও পরকালের পরিণাম	৪২
২৪.	শিশু সাবালক কখন হয়?	৪৩
২৫.	শিশুর জন্মদিন	৪৩
২৬.	শিশুর শরয়ী চিকিৎসা	৪৪

www.QuranerAlo.com

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

সন্তান পিতা-মাতার নয়নমণি, কলিজার টুকরা, স্নেহপুত্তলি, বৃদ্ধকালের সম্বল, দেশের ভবিষ্যতের নাগরিক, আগামী প্রজন্মের পিতা-মাতা। কচি-কাঁচা শিশু সেই কাঁচা মাটি, যা দিয়ে তৈরী হবে ইঁট; যে ইঁটে নির্মাণ হবে সমাজের মহা অট্টালিকা। তাই তো এই শিশু হল চিন্তাবিদ্‌দের চিন্তার একটি বিষয়, সমাজ-বিজ্ঞানী ও গবেষকদের গবেষণা ও সমীক্ষার একটি বস্তু। আর দ্বীনী প্রশিক্ষকদেরও এক লক্ষ্যবস্তু এই শিশুই।

অবোলা শিশু পিতা-মাতার নিকট কি অধিকার রাখে, তাদের নিকট তার প্রাপ্য হক কি, কি কি যত্ন পাওয়ার সে যোগ্য, সন্তান প্রতিপালন করার মূল লক্ষ্য কি হওয়া উচিত এবং তার মূল বুনিয়াদই বা কি হওয়া উচিত, সে সব কথাই সংক্ষিপ্ত আকারে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে আলোচিত হয়েছে ক্ষুদ্র এই পুস্তিকায়।

শিশু আমাদের মালিকানাধীন কোন ধন নয়। শিশু হল আমাদের নিকট মহান আল্লাহর দেওয়া এক আমানত। এই আমানত সঠিকভাবে গচ্ছিত রাখা আমাদের জরুরী কর্তব্য। আর সেই কর্তব্যে যাতে কোন প্রকার ত্রুটি ও অবহেলা প্রকাশ না পায়, সেই লক্ষ্যেই শিশুর বিভিন্ন ইলাহী আহকাম আমাদের জানা অবশ্যকর্তব্য। এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে সে উদ্দেশ্য সফল হলে কেউ যদি লেখকের জন্য আন্তরিকভাবে দুআ করেন, তাহলে আমার এ শ্রম ও সময় ব্যয় সার্থক হবে।

মহান প্রতিপালকের নিকট আমার এই দুআ যে, আমরা যেন আমাদের শিশু-প্রতিপালনের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পেরে তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করতে পারি। আমীন।

আব্দুল হামীদ আল-মাদানী

আল-মাজমাআহ, সঊদী আরব

রজব, ১৪১৪হিঃ

www.QuranerAlo.com

সন্তানের প্রয়োজনীয়তা

আল্লাহ তাআলার এক বড় নিদর্শন এই যে, তিনি পুরুষের জন্য সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন; যাতে সে তার নিকট শান্তি পায় এবং তাদের আপোসে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও প্রেম সৃষ্টি করেছেন। আর এই প্রেম দিয়েই বিশ্বজগৎ প্রতিষ্ঠিত। প্রেমের আকর্ষণে দুয়ের মিলনেই সৃষ্টি হয় পরবর্তী প্রজন্ম ও বংশধর। তা না হলে সংসার অচল হয়ে যায়, মানব-জন্ম বন্ধ হয়ে যায়। অতএব কামনার মাঝে সন্তান কামনা করা মুস্তাহাব।

জনাধিক্য ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা এক বল। তাই তো অধিক সন্তানদাত্রী নারীকে বিবাহ করতে মুসলিমকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করা হয়েছে।[১] আর সন্তান ছেলেই হোক কিংবা মেয়ে উভয়ের প্রতি যত্নবান হতে, তাদের জীবনের মূল্যায়ন করে পৃথিবীতে তাদেরকে বাঁচার অধিকার দিতে আদেশ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً﴾

“তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্র-ভয়ে হত্যা করো না; ওদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই রুযী দিয়ে থাকি। নিশ্চয় ওদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।” *(সূরা ইসরা ৩১ আয়াত)*

জাহেলী যুগে কারো কন্যা সন্তান জন্ম হলে সে লজ্জায় ও অপমানে যেন মরে যেত। (বর্তমান আধুনিক জাহেলিয়াতেও কারো কারো নিকট তা বিদ্যমান।) কন্যা সন্তান জন্মানো তাদের নিকট অত্যন্ত লাঞ্ছনার বিষয় ছিল।

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ – يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ...﴾

“তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হত, তখন তার মুখমণ্ডল কাল হয়ে যেত এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হত। তাকে যে

[১] *আবূ দাউদ ২/২২০।*

সংবাদ দেওয়া হত তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করত। (ভাবত,) হীনতা সত্ত্বেও সে ওকে রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে দেবে---।" *(সূরা ১৬/৫৮-৫৯)*

বলা বাহুল্য তাদের সে সিদ্ধান্ত ও প্রথা ছিল বড় নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত। প্রকৃতপক্ষে বহু নিষ্ঠুর পিতা তার কন্যাকে জীবন্ত প্রোথিতও করত। ইসলাম এসে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ ও প্রতিবাদ ঘোষণা করল। কাল কিয়ামত কোর্টে ঐ জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তাকে কি অপরাধে হত্যা করা হয়েছিল? *(সূরা ৮১/৮-৯)*

ইসলাম কন্যা-সন্তান প্রতিপালন, তার ভরণ-পোষণ এবং তার প্রতি বিশেষ যত্নবান ও অনুগ্রহশীল হতে মুসলিমকে উৎসাহিত করে। যে কন্যা এক শ্রেণীর মানুষের কাছে 'বালা ও দায়' বলে পরিচিতা, সে কন্যার অধিকারের প্রতি সবিশেষ খেয়াল রাখলে দোযখ থেকে মুক্তি এবং বেহেশ্তের শান্তি লাভের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। যে ব্যক্তি তার কন্যা সন্তানকে 'মায়ের মত মা' করে গড়ে তুলবে এবং সুপাত্রের সাথে তার বিবাহ দিবে, সে ব্যক্তি ঐ প্রতিশ্রুতির ফল অবশ্যই লাভ করবে।

মানুষ পৃথিবীতে মুসাফিরের মত আসে এবং পৃথিবী ছেড়ে যায়ও মুসাফিরের মত খালি হাতে। সঙ্গে কিছু আনে না এবং নিয়েও যেতে পারে না কিছু সঙ্গে। মরণের পরে তার কেউ সঙ্গ দেয় না। সঙ্গী থাকে কেবল তার ঈমান ও নেক আমল। মরণের পর হতে সকল আমলের পথ বন্ধ হয়ে যায়। অতিরিক্ত সওয়াব অর্জনের উপায় বলতে আর কিছু থাকে না। কিন্তু তিনটি আমল ও চেষ্টার ফল মরণের পরেও মৃতব্যক্তি ভোগ করতে পারে; সদকায়ে জারিয়া (ইষ্টাপূর্ত কর্ম), ফলপ্রসূ ইল্ম এবং নেক সন্তান, যে পিতার জন্য দুআ করতে থাকে।[১] সন্তানের দুআর বর্কতে জান্নাতে পিতার দর্জা (মর্যাদা) বৃদ্ধি হতে থাকে।[২]

সন্তান শিশু অবস্থায় মারা গেলে পিতামাতা যদি সে সময়ে ধৈর্য ধরে এবং এর বিনিময়ে সওয়াবের আশা রাখে, তাহলে কিয়ামতে ঐ সন্তান দোযখ থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে তাদের জন্য সুপারিশ করবে।[৩] ভ্রূণ

---

[১] *মুসলিম ১৬৩১ নং।*

[২] *ইবনে মাজাহ ৩৬৬০নং, আহমাদ ২/৫০৯।*

[৩] *বুখারী, নাসাঈ, আহমাদ ৫/৩৫।*

www.QuranerAlo.com

অবস্থায় শিশু গর্ভচ্যুত হলে এবং তাতেও সওয়াবের আশা রাখলে সেই শিশু তার নাভির নাড়ী ধরে নিজের মা-কে বেহেশ্‌তের দিকে টেনে নিয়ে যাবে।[১]

সন্তান পিতামাতার নয়নমণি হয়, কলিজার টুকরা হয়। স্নেহ-বাৎসল্যের দরুণ মানুষ অনেক সময় বিধেয় কাজে বাধা পায়। কল্যাণ ও মুক্তির কাজে পিছপা হয়ে পড়ে। তাই সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্‌ এ বিষয়ে মুমিনদেরকে সতর্ক করে বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ- إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের কেউ কেউ তোমাদের শত্রু, অতএব তাদের ব্যাপারে তোমরা সতর্ক থেকো। তোমরা যদি ওদেরকে মার্জনা কর, ওদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর এবং ওদেরকে ক্ষমা কর, তবে জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো তোমাদের জন্য পরীক্ষার বিষয়। আর তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট রয়েছে মহাপুরস্কার।" *(সূরা ৬৪/১৪-১৫)*

সত্যপক্ষে সম্পদ ও সন্তান মানুষের একান্ত আপন কেউ নয়। বরং আল্লাহর তরফ হতে এ এক আমানত। আজীবন যথাসম্ভব তদ্দ্বারা উপকৃত হয়ে পুনরায় তাঁর আমানত তাঁকেই প্রত্যর্পণ করে যেতে হবে। তিনি বান্দাকে এই দুয়ের মাধ্যমে পরীক্ষা করেন। লক্ষ্য করেন, বান্দা কার প্রতি অধিক মনোযোগী? সন্তান-সম্পদের প্রতি, না তাঁর ও তাঁর ইবাদতের প্রতি? সন্তানের কারণে মানুষ বহু কিছু করে। কৃপণতা, কাপুরুষতা ও ভীরুতার জন্ম হয় এই সন্তানের কারণেই।[২] তার কারণেই বান্দা আল্লাহর স্মরণ-বিমুখ হয়ে পড়ে। যার জন্য আল্লাহ মু'মিনদেরকে সাবধান করে বলেছেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ

---

[১] *সহীহ ইবনে মাজাহ ১৩০৫ নং।*

[২] *আহমাদ ৪/১৭২।*

www.QuranerAlo.com

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে রাখে। যারা উদাসীন হবে তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত।" *(সূরা মুনাফিকূন ৯ আয়াত)*

সন্তানের জন্ম

স্বামী-স্ত্রীর বীর্য সমন্বয়ে সন্তানের জন্ম হয়। মিলনে যার বীর্যস্খলন আগে বা অধিক হয়, সন্তান তার বা তার বংশের কারো মত হয়।[১]

অতএব সন্তান যে পিতা বা মাতার মতই হবে, তা কোন জরুরী নয়। পিতামাতার রঙ গৌরবর্ণ হলে এবং সন্তানের রঙ শ্যাম বা কৃষ্ণবর্ণ অথবা তার বিপরীত হলে সন্দেহের কিছু নেই।

মানব সৃষ্টির সর্বপ্রথম উপাদান হল মাটি। অতঃপর শুক্র-বিন্দুরূপে মাতৃগর্ভের এক নিরাপদ আধারে স্থাপিত হয়। পরে ৪০ দিনে তা জমাট রক্তে পরিণত হয়। অতঃপর ৪০ দিন পর এক মাংস-পিণ্ডে পরিণত হয়। এর ৪০ দিন পর এক ফিরিশ্‌তা প্রেরিত হন। তিনি ভ্রূণের ভবিষ্যতের রুযী, জীবনকাল, সৌভাগ্য, দুর্ভাগ্য ইত্যাদির (নিয়তি) লিপিবদ্ধ করেন।(১) অতঃপর ভ্রূণে আত্মাদান করা হয়। অতঃপর ঐ পিণ্ডকে অস্থি-পঞ্জরে পরিণত করা হয়। অতঃপর তা মাংস দ্বারা ঢেকে দেওয়া হয়। অবশেষে তাকে আরো এক রূপ দান করা হয়। সুনিপুণ স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান![৩]

﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ-
أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾

"তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান

---

[১] *বুখারী ৩২২৯ নং।*

১- ভাগ্য কপালে লিখা হয় না। সুতরাং কপালের লিখন বা 'পোড়া কপাল' প্রভৃতি বলে আখ্যায়ন ও তকদীরকে দোষারোপ কর ইসলামী আচরণ নয়।

[৩] *সূরা মু'মিনূন ১২- ১৪ আয়াত, বুখারী ৬৫৯৪, মুসলিম ২৬৪৩ নং।*

www.QuranerAlo.com

করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন, অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা তাকে বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।" *(সূরা শূরা ৪৯-৫০ আয়াত)* তাই পুত্র বা কন্যা জন্ম দেওয়ার ব্যাপারে স্বামী বা স্ত্রী কারো কোন হাত নেই। যেমন সন্তান দানে হাত নেই কোন দর্গা বা মাযারের। সুতরাং সন্তানহীনা সন্তানের আশায় ঔষধ ব্যবহার করবে। চাইবে আল্লাহরই নিকটে। কোন আস্তানা, দর্গা বা খানকায় চাওয়া বড় শির্ক। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গর্ভ-সঞ্চারণ যদি স্বামীর বীর্য দ্বারাই হয়, তাহলে তা বৈধ। অন্যথা পরপুরুষের বীর্য গর্ভাশয়ে প্রক্ষেপ করে প্রজনন আদৌ বৈধ নয়।

ভ্রূণ যাতে মাতৃগর্ভে নিরাপদে অবস্থান করে এবং নির্বিঘ্নে মাতৃজঠর থেকে ভূমিষ্ঠ হতে পারে তার জন্য ইসলাম নিরাপত্তার ব্যবস্থা প্রদান করেছে। প্রথমতঃ স্বামী-স্ত্রীকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন মিলনের পূর্বে চিরশত্রু শয়তানের অনিষ্টকারিতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করে নেয়।[১] নচেৎ শয়তান সুযোগ পেলে সন্তানের ক্ষতিসাধন করে তাকে নিজের দলভুক্ত করে নেয়।

এমন বস্তু যা গর্ভস্থ ভ্রূণের কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করে, ইসলাম তা ধ্বংস করতে উৎসাহিত করেছে।[২] রমযানের রোযা ফরয হওয়া সত্ত্বেও গর্ভিণী ও দুগ্ধদায়িনীকে কাযা করার অনুমতি দিয়েছে।[৩] গর্ভিণীর উপর শরয়ী হদ্দ্ (ধর্মীয় দণ্ডবিধি) থাকলে প্রসব না হওয়া পর্যন্ত তা প্রয়োগ করা হয় না।[৪]

কোন প্রকারে যে ভ্রূণের উপর অত্যাচার করে বা তার অনিষ্ট সাধন করে, ইসলাম তার বিরুদ্ধে শাস্তি ও জরিমানা নির্ধারিত করেছে।[৫]

মায়ের শারীরিক ক্ষতি, বাৎসরিক সন্তান দানের ফলে স্বাস্থ্যহানি ইত্যাদি বড় বড় ক্ষতির হাত হতে রক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজনে জন্ম নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ঔষধাদি ব্যবহার করা যায়। চূড়ান্ত প্রয়োজনে গর্ভের

---

[১] *বুখারী ১৪১নং।*

[২] *বুখারী ৩৩০৮ নং।*

[৩] *আবূ দাউদ ২৪০৮, তিরমিযী ৭১৫, নাসাঈ ২৩১৫ নং।*

[৪] *মুসলিম ১৬৯৬ নং।*

[৫] *বুখারী ৫৭৫৮ নং।*

www.QuranerAlo.com

একেবারে শুরুতে (১২০ দিন পূর্বে পূর্বে) গর্ভপাতও করা যায়। কিন্তু একমাত্র বৃহৎ ক্ষতি বা মৃত্যুর আশঙ্কা ব্যতীত জন্ম নির্মূল (অপারেশন) করা যায় না এবং ভ্রূণে আকৃতি বা রূহ এসে গেলে আর নষ্ট করা যায় না।

উল্লেখ্য যে, সন্তান কম হলে আল্লাহর ইবাদত বেশী করতে পারা যাবে -এই উদ্দেশ্যে সন্তান বন্ধ করাও বৈধ নয়। বরং সন্তান ধারণ ও পালন করাই নারীর এক প্রকার ইবাদত।

প্রয়োজনে অস্ত্রোপচার (সীজার) করে সন্তান উদ্ধার করা জরুরী। যেমন মৃত গর্ভিণীর পেট হতে জীবিত সন্তান বের করাও ওয়াজেব।

মুসলিম স্বামী কর্তৃক গর্ভবতী কোন কিতাবিয়া (ইয়াহুদী বা খ্রিষ্টান) মহিলা চার মাস গর্ভ নিয়ে মারা গেলে তাকে কিতাবী (ইয়াহুদী বা খ্রিষ্টান)দের কবরস্থানে দাফন করা হবে। চার মাস পরে সন্তানসহ মারা গেলে তাকে মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করা হবে। অন্যথা মুসলিমদের কবরস্থানে কোন কাফের বা মুশরিককে সমাধিস্থ করা বৈধ নয়। যেমন বৈধ নয় এর বিপরীত।

সন্তান মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হলে সে কারো ওয়ারিস হবে না এবং তারও কেউ ওয়ারিস হবে না। জন্মের পর চিৎকার বা কোন শব্দ করে মারা গেলে সে ওয়ারিস হবে ও করবে।[১]

গর্ভের ঊর্ধ্বপক্ষ কোন নির্দিষ্ট সময়কাল নেই। ৪ বছর বা তারও অধিক হতে পারে। তবে নূন্যপক্ষে এর সময়সীমা হল ৬ মাস। কারণ সন্তানের গর্ভধারণ ও দুগ্ধদানের মোট সময়কাল হল ৩০ মাস। *(সূরা আহক্বাফ ১৫ আয়াত)* আর মায়ের দুধ পান করাবার নির্দিষ্ট সময় হল দু' বছর। *(সূরা বাক্বারাহ ২৩৩, সূরা লুকমান ১৪ আয়াত)* অতএব ৩০ মাস হতে দু' বছর (২৪ মাস) বিয়োগ করলে ৬ মাস গর্ভের সর্বনিম্ন সময় অবশিষ্ট থাকে।

সুতরাং যদি মিলনের ঠিক ৬ মাস পরে কারো সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তাহলে স্ত্রীর উপর সন্দেহ করা উচিত নয়। অবশ্য ৬ মাসের পূর্বে হলে সন্দেহের কথা বটে।

শিশু মায়ের পেটে ৪ মাস বা ততোধিক পরে ভ্রূণ অবস্থায় মরা ভূমিষ্ঠ হলেও তার গোসল দিয়ে কাফন পরিয়ে জানাযা পড়ে দাফন করা বিধেয়। তার পূর্বে নয়।[২]

---

[১] *আবূ দাউদ, বাইহাকী, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৫৩ নং।*

[২] *আহকামুল জানাইয ৮১পৃঃ।*

www.QuranerAlo.com

বৈজ্ঞানিক কারণ ছাড়া সঙ্গমের আসন ও সময়ের সাথে সন্তানের পূর্ণাঙ্গতা বা বিকলাঙ্গতার কোন সম্পর্ক নেই। অতএব অমাবশ্যা বা পূর্ণিমায় সঙ্গম করলে সেই সঙ্গমের জন্মিত শিশু এরূপ হয়, ভরা পেটে করলে ঐরূপ হয়, কথা বলতে বলতে করলে অমুক হয় -এসব ধারণা সঠিক নয়।

সন্তান ছেলেই হোক অথবা মেয়ে, উভয়ই চক্ষুশীতলকারী বস্তু। সন্তানের সংবাদ সুসংবাদ, তার আগমন শুভ ও খুশীর বিষয়। চিরশত্রু শয়তানের অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতে হয় নবজাত শিশুর জন্য। ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই শয়তান শিশুকে স্পর্শ করে। যার কারণে শিশু চিৎকার করে ওঠে।

• নবজাত শিশুর জন্য বরকতের দুআ দেওয়া উচিত, যাতে সে বড় হয়ে সুপথে চলে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হয়ে ইহলোক ত্যাগ করে পরলোকে চিরসুখী হতে পারে।

(ছেলে হোক অথবা মেয়ে) শিশুর আগমনের অব্যবহিত পরে, (পরিষ্কার করার পর) তার কর্ণকুহরে সর্বপ্রথম মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর তকবীর-ধ্বনি আযান পৌছে দিতে হয়. অবশ্য বাম কানে ইকামত দেওয়ার কথা সঠিক নয়.[১]

আঁতুড় ঘরে লোহা, মুড়ো ঝাঁটা, মই, জালের কাঠি প্রভৃতি রেখে কোন মঙ্গল কামনা অথবা অমঙ্গল দূর করার আশা করা শির্ক।

যেমন বদনজর, দুধতোলা প্রভৃতি থেকে বাঁচাবার জন্য তাবীয ব্যবহার করা পাশ-কপালে ফোটা দেওয়া ইত্যাদি শির্ক।

সন্তানের বংশ

বংশ-মর্যাদা ও কুলীনতা এক পার্থিব ইজ্জত। এই বংশীয় সম্পর্ক কেবলমাত্র পিতার প্রতি যুক্ত করা হবে। জেনে-শুনে অন্য পিতার প্রতি নিজেকে সম্পৃক্ত করা কুফরী। কেউ যদি নিজের বাপ ছেড়ে পরের বাপকে বাপ বলে, তাহলে তার উপর কিয়ামত পর্যন্ত অনন্তর অভিশাপ বর্ষণ হতে থাকে এবং তার জন্য জান্নাতও হারাম হয়ে যায়।[২]

---

[১] *সিলসিলাহ যয়ীফাহ ৩২১নং।*

[২] *সহীহুল জামে' ৫৯৮৭, ৫৯৮৯ নং।*

www.QuranerAlo.com

পালিত পুত্র (অনুরূপভাবে মুখে পাতানো ভাই-বোন ইত্যাদি)কে মুখে ছেলে (বা ভাই-বোন) বললে এবং অন্তরে ছেলে (বা ভাই-বোন) জানলেও সে আসলে ছেলে (বা ভাই-বোন) হয় না। পালিত পুত্র পালয়িত্রী মায়ের পক্ষে এগানা (১) হয় না। যেমন পালিতা কন্যার পক্ষে পালয়িতা পিতা বেগানাই থাকে। অর্থাৎ তাদের আপোসে বিবাহ বৈধ এবং পর্দা ওয়াজেব। অবশ্য অন্য দিক থেকে এগানা হলে, সে কথা ভিন্ন।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ- ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾

"পোষ্যপুত্র যাদেরকে তোমরা পুত্র বল, আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের পুত্র করেননি; এগুলি তোমাদের মুখের কথামাত্র। সত্য কথা আল্লাহই বলেন এবং তিনিই সরল পথ নির্দেশ করেন। তোমরা ওদের পিতৃ-পরিচয় দিয়ে ওদেরকে ডাক, আল্লাহর দৃষ্টিতে এটিই ন্যায়সঙ্গত; যদি তোমরা ওদের পিতৃ-পরিচয় না জান, তবে ওদেরকে তোমরা ধর্মীয় ভ্রাতা এবং বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে।---" *(সূরা আহযাব ৪-৫ আয়াত)*

বংশ, স্তন-দুগ্ধ ও বিবাহ ছাড়া অন্য কোন সম্পর্কের আত্মীয়তায় পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগিনী ও এগানা-বেগানা প্রমাণিত হয় না। যেমন পোষ্যপুত্র পালয়িতার ওয়ারেস হয় না।

জ্ঞাতব্য যে, স্নেহাদরে অপরের ছেলেকে 'বেটা' বলে ডাকা দূষণীয় নয়।[২]

কোন পত্নী যদি পতির সংসারে থেকে কোন উপপতির সাথে ব্যভিচার করে অবৈধ সন্তান জন্ম দেয়, তবুও তা তার আপন পতির বলেই গণ্য হবে। সন্তান জারজ হলেও সেই তার পিতা হবে এবং এক অপরের ওয়ারেস হবে। ব্যভিচারী উপপতি সন্তানের দাবী করলে এবং ব্যভিচার করার কথা স্বীকার করলে অথবা প্রমাণ হলে ইসলামী রাষ্ট্রে ঐ স্ত্রী সহ

---

(১) *এগানা বা মাহরাম, যার সাথে চিরতরে বিবাহ হারাম।*

২ *মুসলিম ২১৫১ নং।*

www.QuranerAlo.com

তাকেও (বিবাহিত হলে) পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলা হবে।[1]

যদি কোন স্বামী আয্‌ল (সঙ্গমে যোনীপথের বাইরে বীর্যপাত) করে অথবা স্ত্রী জন্ম-নিয়ন্ত্রক ঔষধ বা কণ্ডম ব্যবহার করে অথবা স্বামী-স্ত্রীর কেউ জন্মরোধক অস্ত্রোপচার করে থাকে, আর তা সত্ত্বেও স্ত্রী গর্ভবতী হয়, তাহলে তাতে স্বামীর সন্দেহ হওয়া উচিত নয়। কারণ এসব সত্ত্বেও কোন ত্রুটি হেতু গর্ভ-সঞ্চার হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া আল্লাহর তকদীর ও কুদরত এসব প্রতিরোধ অপেক্ষা বহুগুণ শক্তিশালী; যা কারো রোধ করার ক্ষমতা নেই। অতএব সেই সন্তানকে স্বামী নিজের ঔরসজাত বলেই গ্রহণ ও মান্য করতে বাধ্য হবে। অবশ্য ব্যভিচার ও স্বামীর জন্মনিরোধ-প্রক্রিয়ায় ত্রুটিহীনতা প্রমাণিত হলে ভিন্ন কথা।

কিয়াফা অথবা রক্তপরীক্ষা দ্বারা বংশ-সূত্র প্রমাণ করা যায়।

জেনে রাখা ভালো যে, নিছক সন্দেহবশে স্ত্রীকে দ্বিচারিণী ভেবে দাম্পত্যে কলহ ও অশান্তি আনা উচিত নয়। বিনা সাক্ষি-সবুতে স্ত্রীর উপর অপবাদ দিলে স্বামী ৮০ চাবুক খাওয়ার শাস্তিযোগ্য অপরাধী হবে।

পক্ষান্তরে নিজের ঔরসজাত সন্তান অস্বীকার করা অথবা কোন ভিন্ন বংশের প্রতি নিজের সম্পর্ক দাবী করা কুফরী কাজ।[2]

যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান তার নয় বলে অস্বীকার করে এবং স্ত্রীও ব্যভিচারের কথা অস্বীকার করে, পরন্তু কোন সাক্ষি-সবুত না পাওয়া যায়, তাহলে এ পরিস্থিতিতে 'লিআন' করতে হবে।

প্রথমে স্বামী আল্লাহর নামে কসম করে ৪ বার বলবে যে, '(আমার স্ত্রী ব্যভিচারিণী, আর এ কথায়) আমি অবশ্যই সত্যবাদী।' অতঃপর পঞ্চমবারে বলবে যে, 'আমি মিথ্যাবাদী হলে আমার উপর আল্লাহর অভিশাপ নেমে আসবে।'

অনুরূপভাবে স্ত্রীও ৪ বার আল্লাহর নামে কসম করে সাক্ষ্য দেবে যে, তার স্বামীই মিথ্যাবাদী এবং সে তার উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করছে। অতঃপর পঞ্চমবারে বলবে যে, 'আমার স্বামী সত্যবাদী হলে (এবং আমি ব্যভিচারিণী হলে) আমার উপর আল্লাহর গযব নেমে আসবে।' *(সূরা নূর ৬-৯)*

---

[1] *বুখারী ২২১৮ নং।*

[2] *ইবনে মাজাহ ২৭৪৪, আহমাদ ২/২১৫।*

www.QuranerAlo.com

পক্ষান্তরে স্ত্রী তার অপরাধ স্বীকার করে নিলে তার উপর ব্যভিচারের দণ্ডবিধি কার্যকর করা হবে। নচেৎ এই কসম ও লিআনের পর স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। সন্তান হবে মায়ের। মায়ের বংশই হবে সন্তানের বংশ।

দুগ্ধপান

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

"জননীগণ সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে -যদি কেউ দুধ পান করার সময় পূর্ণ করতে চায়। জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণ-পোষণ করা। কাউকে তার সাধ্যাতীত কার্যভার দেওয়া হয় না। কোন জননীকে তার সন্তানের জন্য এবং কোন পিতাকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না। অনুরূপ বিধান উত্তরাধিকারিগণেরও। আর যদি পিতামাতা পরস্পর সম্মতি ও পরামর্শক্রমে দু'বছরের মধ্যেই (শিশুর) দুধ পান ছাড়াতে চায়, তবে তাদের কোন দোষ হবে না।

আর যদি তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে (জননী ছাড়া) কোন ধাত্রীর দুধ পান করাতে চাও, তাতেও তোমাদের কোন দোষ হবে না; যদি তোমরা তাদেরকে নির্ধারিত প্রদেয় বিধিমত অর্পণ কর। আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, তোমরা যা কর আল্লাহ তার দ্রষ্টা।" *(সূরা বাক্বারাহ ২৩৩)*

মায়ের স্তনে দুধ থাকা সত্ত্বেও কোন ধাত্রীর দুধ অথবা কোন বেবী-মিল্ক্ খাওয়ানো দূষণীয় নয়। তবে মায়ের দুধই শিশুর স্বাস্থের জন্য বড় উপকারী; যার কোন বিকল্প নেই।

www.QuranerAlo.com

দুগ্ধদায়িনী স্ত্রীর সাথে সহবাসে কোন প্রকার ক্ষতি নেই।[১]

বংশীয়ভাবে যেমন পুরুষের সাথে তার নিজের মা, বোন, খালা, ফুফু প্রভৃতির বিবাহ এবং মহিলার সাথে তার বাপ, ভাই, চাচা, মামা প্রভৃতির বিবাহ হারাম, ঠিক তেমনিই দুগ্ধ-সম্পর্কে দুধ ছেলের সাথে তার দুধ-মা, দুধ-বোন, দুধ-খালা, দুধ-ফুফু প্রভৃতির বিবাহ এবং দুধ-মেয়ের সাথে তার দুধ-বাপ, দুধ-ভাই, দুধ-চাচা, দুধ-মামা প্রভৃতির বিবাহ হারাম।

জ্ঞাতব্য যে, দুধ-মায়ের জন্য দুধ-ছেলের সামনে পর্দা নেই। কিন্তু ঐ দুধ-ছেলের সহোদর ভাই, যে ঐ মায়ের দুধ পান করেনি, তার সামনে পর্দা ওয়াজেব। দুধ-ভায়ের জন্য তার দুধ-বোন চিরতরে অবৈধ; আপোসের বিবাহ বৈধ নয়। কিন্তু ঐ দুধ-ভায়ের অন্য সহোদর ভায়ের পক্ষে ঐ বোন হারাম নয়। তাদের আপোসে বিবাহ বৈধ এবং পর্দা ওয়াজেব।

এক মায়ের ছেলে এবং অপর এক মায়ের মেয়ে যদি একই দাই-মায়ের দুধ পান করে থাকে, তাহলে তারা উভয়ে ভাই-বোন। তাদের আপোসে বিবাহ অবৈধ এবং পর্দা নেই। পক্ষান্তরে ওদের অন্যান্য ভাই-বোনদের ক্ষেত্রে সে সম্পর্ক কার্যকর হবে না।

কিন্তু কখন কি পরিমাণে দুধ পান করলে 'মা' প্রতিপন্ন হবে? দুধ পান করার নির্ধারিত সময় দু'বছরের ভিতরে (দুধ মুখে নিয়ে চুষে ছাড়া পর্যন্ত একবার এবং এইভাবে) ৫ বার পান করলে 'মা-বেটা' সম্পর্ক কায়েম হয়ে যাবে। শিশুর দুই বছর বয়স হওয়ার পর দুধ পান করলে অথবা ৫ বারের কম দুধ পান করলে সে সম্পর্ক কায়েম হয় না এবং তাতে বিবাহও অবৈধ হয় না।[২]

অনেকের মতে, কোন মহিলার পক্ষে যদি কোন যুবক ছেলে থেকে পর্দা করা একান্তই দুষ্কর হয়ে পড়ে (যেমন, কোন এতীম ছেলে প্রতিপালন করার ক্ষেত্রে তাকে পৃথক করা সম্ভব না হয়) তাহলে এমন পরিস্থিতিতে তাকে ঐ মহিলা বাটিতে নিয়ে ৫ বার দুধ পান করালে তার 'মা' সাব্যস্ত হয়ে যাবে এবং পর্দা জরুরী হবে না।[৩] আর এ ব্যাপারটি হল ব্যতিক্রম।

---

[১] *মুসলিম ১৪৪২ নং।*

[২] *মিশকাত ৩১৬৪-৩১৬৮ নং।*

[৩] *মুসলিম ১৪৫৩ নং, নাইলুল আওতার ৬/৩১৫।*

www.QuranerAlo.com

নামকরণ

পরিচিতির জন্য প্রত্যেক বস্তুরই কোন না কোন নাম থাকে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তার পরিচিতির জন্যও নাম রাখা বিধেয়। জন্মদিনে বা আকীকার (সপ্তম) দিনেও নাম রাখা যায়। নাম রাখার জন্য অনুষ্ঠান আকীকা নয়। যেমন কেবল নামকরণের জন্য কোন অনুষ্ঠান ইসলামে নেই।

শিশুর (ছেলের) জন্য সবচেয়ে উত্তম ও প্রিয় নাম আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান এবং সেই নাম, যে নাম আল্লাহর নামের পূর্বে আব্দ, উবাইদ বা গোলাম (সম্বন্ধ) জুড়ে অথবা শেষে বখ্শ জুড়ে রাখা হয়। যেমন, আব্দুর রহীম, উবাইদুল হক, গোলাম কাদের, করীম বখ্শ ইত্যাদি। অতঃপর আম্বিয়াগণের নাম, সাহাবাবর্গের নাম বেছে নাম রাখা উত্তম। শিশু কন্যার ক্ষেত্রে সাহাবী মহিলাদের নাম বেছে নিয়ে রাখা উত্তম। অতঃপর সেই নাম রাখা উত্তম, যে নামের অর্থ সুন্দর ও শুভ।

নামের সাথে ধর্মের পরিচিতির জন্য নাম রাখাতে বিধর্মীদের অনুকরণ বৈধ নয়। যেহেতু ইসলাম ধর্মের মূল ভাষা আরবী। তাই ঐ ভাষাতেই অধিক নাম রাখা হয়। অতঃপর ফারসী ভাষাতেও নাম রাখা হয়। অন্যান্য ভাষাতেও রাখা যায়। তবে অন্যান্য ধর্মের অনুকরণ করে বিজাতির সাথে একাকার হওয়ার আশঙ্কায় তা উচিত নয়।

যে নাম আল্লাহর নয় (সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়) সে নামের পূর্বে আব্দ্ বা উবাইদ বা গোলাম অথবা শেষে বখ্শ যোগ করে নাম রাখা শির্কের পর্যায়ভুক্ত অথবা অবৈধ। যেমন, আব্দুল মাবুদ, আব্দুস সুবহান, আব্দুস সাত্তার, গোলাম রসূল, গোলাম নবী, গোলাম মুস্তাফা, গোলাম মুর্তাযা, গোলাম কিবরিয়া, গোলাম পীর (!) রসূল বখ্শ, পীর বখ্শ ইত্যাদি।

কারণ, আব্দ, উবাইদ ও (ফারসীতে) গোলাম মানে দাস বা বান্দা। আর মানুষ আল্লাহ ব্যতীত কোন সৃষ্টির দাস, বান্দা বা গোলাম হতে পারে না। বখ্শ শব্দের অর্থ দান। সুতরাং পীর বখ্শ মানে পীরের দান! অথচ সন্তান-দাতা একমাত্র সেই মহান আল্লাহ। তাই অন্য কারো প্রতি সেই দানের সম্পর্ক জুড়লে শির্ক হয়।

আরবী ভাষায় গোলাম শব্দের অর্থ হল কিশোর। অতএব ওর পরের শব্দকে সম্বন্ধবাচক না ধরে গুণবাচক ধরলে 'গোলাম মুস্তাফা, গোলাম

www.QuranerAlo.com

মুর্তাযা (অর্থাৎ, নির্বাচিত কিশোর, মনোনীত কিশোর) অনুরূপ নাম রাখা দূষণীয় নয়।

আবার এমন নামও বৈধ নয় যার অর্থ আল্লাহর সমকক্ষতা বুঝায়। যেমন, শাহানশাহ (রাজাধিরাজ), শাহ্ আলম (পৃথীরাজ) ইত্যাদি।

তদনুরূপ এমন নাম রাখাও উচিত নয়, যার অর্থ মন্দ, অশুভ, আত্মপ্রশংসামূলক ও অহমব্যঞ্জক। যেমন হাযান (দুশ্চিন্তা), মুতী (বাধ্য), মুহসিন, মুখলিস (বিশুদ্ধচিত্ত) প্রভৃতি।

আদর করে শিশুর উপনাম রাখতে গিয়ে এমন অপনাম রাখা উচিত নয়, যে নামে অধিক পরিচিত হয়ে শিশু বড় হয়ে লজ্জা পায়। যেমন, হাঁদা, খাঁদা, রেন্টু, বিন্টু, পিন্টু, চান্টু, মন্টু, পল্টু, বুল্টু, লালু, ভুলু, টুলু, পলু ইত্যাদি।

অনুরূপভাবে কারো নাম বিকৃত ও বিশ্রী করে ডাকা বৈধ নয়।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْأِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! কোনও পুরুষ যেন অপর পুরুষকে উপহাস না করে, কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারীও অপর নারীকে যেন উপহাস না করে, কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না, ঈমান আনার পর কাউকে মন্দ নামে (মন্দ খেতাব দিয়ে) ডাকা গর্হিত কাজ। যারা এ ধরনের আচরণ হতে নিবৃত্ত না হয়, তারাই সীমালংঘনকারী।" *(সূরা হুজুরাত ১১ আয়াত)*

তবে কাউকে আদরের সাথে তার নামকে সংক্ষেপ করে ডাকা দূষণীয় নয়। যেমন হাসানকে হাসু, মারয়্যামকে মারু ইত্যাদি।

www.QuranerAlo.com

কারো নাম মন্দ রাখা হয়ে থাকলে তা পরিবর্তন করা জরুরী। আর তাতে কোন আকীকার দরকার হয় না।

কোনও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির উপস্থিতি সম্পর্কে প্রশ্ন করতে গিয়ে তার ছেলের নাম ধরে বলা হয় সালমানের আব্বা বাড়িতে আছে? তবে ঐ ছেলের নাম ধরে যদি উপনামে ডাকা হয়, তাহলে বড় সুন্দর লাগে। যেমন, আবূ সালমান বাড়িতে আছে? তবে এই উপনাম রাখতে হবে বড় ছেলের নাম ধরে।

আকীকাহ

শিশুর জন্মের সপ্তম দিনে, সম্ভব না হলে ১৪তম দিনে, তাও সম্ভব না হলে ২১তম দিনে[১] এবং তাও সম্ভব না হলে তারপর যে কোন দিনে আকীকাহ দেওয়া সুন্নত। ছেলের তরফ হতে ২টি এবং মেয়ের তরফ হতে ১টি পশু যবেহ করতে হবে। অধিক গোশ্‌তের লোভে গরু না দিয়ে ছাগল বা ভেঁড়ার আকীকাহ দেওয়াই সুন্নত। গরু বা উঁট দিলে ওতে কুরবানীর মত ৭ অংশ বা ভাগাভাগি চলবে না। যেমন কুরবানীর সাথে একটি ভাগ আকীকার উদ্দেশ্যে দেওয়া যথেষ্ট নয়। যেমন যথেষ্ট নয় একটি পশু কুরবানী ও আকীকার নিয়তে যবেহ করা। কুরবানী ও আকীকার জন্য পৃথক পৃথক পশু হতে হবে। হ্যাঁ, তবে যদি কেউ অলীমা বা বিয়ের ভোজে ছেলের নামে আকীকার নিয়তে পশু যবেহ করে, তাহলে তা যথেষ্ট হবে।

নিখুঁত পশুর আকীকাই উত্তম। আকীকার পশুর হাড় ভাঙ্গা দূষণীয় নয়। যেমন দাইকে কিছু গোশ্‌ত্‌ দেওয়াও জরুরী নয়। আবার গোশ্‌ত্‌ কাঁচা বিতরণ করার চাইতে রান্না করে খাওয়ানোটাই উত্তম। আর পশুর চামড়াটা বিক্রয় করে তার মূল্য গরীবদেরকে দান করা উচিত।

৪ মাস গর্ভের পূর্বে যদি ভ্রূণ নষ্ট হয়ে যায় তবে তার আকীকাহ নেই। তারপরে হলে আকীকাহ আছে। অনুরূপ জন্মের পরে মারা গেলেও আকীকাহ আছে। শিশু অবস্থায় আকীকাহ না হয়ে থাকলে বড় হয়ে নিজের তরফ থেকে আকীকা দেওয়া বিধেয়। মহানবী ﷺ নবুওয়াত-প্রাপ্তির পর নিজের তরফ থেকে আকীকাহ করেছিলেন।[২] হাসান বাসরী বলেন,

[১] *সহীহুল জামে' ৪১৩২নং, উদ্দাহ ৩০০পৃঃ।*
[২] *সিলসিলাহ সহীহাহ ২৭২৬ নং।*

www.QuranerAlo.com

'তোমার তরফ থেকে আকীকাহ না হয়ে থাকলে তুমি বড় হয়ে গেলেও নিজে আকীকাহ দাও।'[১]

আকীকা পশুর রক্ত নিয়ে শিশুর মাথায় বুলানো বৈধ নয়, তা এক জাহেলী যুগের প্রথা। আকীকার দিনে (ছেলে) শিশুর মাথা নেড়া করে তার মাথায় জাফরান বুলানো বিধেয়।[২]

শিশুর মাথা নেড়া করার পর তার চুলের ওজন পরিমাণ চাঁদি সদকাহ করা মুস্তাহাব। এ সময় তার মাথার কোনও অংশে কিছু চুল অবশিষ্ট রাখা বৈধ নয়। বরং সম্পূর্ণভাবে নেড়া করতে হয়। সুতরাং ফিতে বাঁধার জন্যেও মাথার সামনে কিছু চুল ছেড়ে (লোটন) রাখা বৈধ নয়। বরং মেয়েদের মাথা নেড়া করাই বৈধ নয়।

খতনা

শিশু একটু বড় হলে তার খতনা (লিঙ্গত্বকচ্ছেদ) করা বিধেয়। এতে বহু যৌনরোগের হাত হতে মুক্তির উপায় আছে। তাছাড়া এতে রয়েছে দাম্পত্য সম্ভোগ-সুখের পূর্ণ তৃপ্তি ও রহস্য। এটা মানুষের এক সুরুচিপূর্ণ প্রকৃতি। তবে যে লিঙ্গত্বকহীন অবস্থায় জন্মেছে, তার খতনা নেই এবং তার লিঙ্গের উপরে ক্ষুর বা চাকু বুলানো অথবা পান কাটা ইত্যাদি আচার বিধেয় নয়। বরং তা অতিরিক্ত বিদআত কাজ। তবে বাড়তি ঐ চামড়ার কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকলে তা কেটে ফেলা দরকার। অনুরূপভাবে যদি কোন শিশু খুব দুর্বল হয় অথবা কেউ বৃদ্ধ অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করে এবং খতনা করায় কোন ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তাহলে তাদের জন্য তা জরুরী নয়।

মেয়েদের খতনায় ভগাঙ্কুর কেটে ফেলা উত্তম। অবশ্য মেয়েদের খতনার ব্যাপারে শরীয়তে ততটা গুরুত্ব নেই।

খতনা করার কোন বাঁধা-ধরা সময় নেই। (অবশ্য হাসানসূত্রের হাদীস অনুযায়ী সপ্তম দিনে আকীকার দিনে খতনা করা মুস্তাহাব।)[৩]

---

[১] *মুহাল্লা ৮/৩২২, সিলসিলাহ সহীহাহ ৬/৫০৬।*
[২] *আবূ দাউদ ২৮৪৩, হাকেম ৪/২৩৮, বাইহাকী ৯/৩০৩।*
[৩] *(তামামুল মিন্নাহ ১/৬৭-৬৮)*

www.QuranerAlo.com

তবে কৈশরের পূর্বে করাটাই উত্তম। যাতে বড় হয়ে শরমগাহ দেখাতে না হয়।

প্রকাশ যে, খতনার জন্য নারী-পুরুষ জমায়েত হয়ে বিয়ের মত অনুষ্ঠান করে সকলের সামনে লিঙ্গত্বক কাটা বৈধ নয়।

শিশু-প্রতিপালন

সন্তান লালন-পালনের গুরুভার মহিলাদের উপরই যথাযোগ্য। কারণ, তারা যতটা স্নেহ-মমতা, আদর-যত্ন, ধৈর্য-সহ্য ও মনোযোগের সাথে সন্তান প্রতিপালন করতে পারে, ততটা পুরুষরা পারে না। তাছাড়া শিশু প্রথম জীবনেই খাদ্য পায় মায়ের স্তন হতে। অধিকাংশ সময় মায়ের কাছে থাকে। বাপের চেয়ে মায়ের স্নেহ তার হৃদয়ে অধিক পরিমাণ থাকে, তাই মায়ের উপর এই দায়িত্ব বর্তায়। বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটলে শিশু-প্রতিপালনের দায়িত্ব মায়েরই; বরং এটা তার এক অধিকারও। এরপর বাপ-মা না থাকলে অধিকার আছে খালার।

কিন্তু এই প্রতিপালনের কয়েকটি শর্ত রয়েছেঃ-

১- পালয়েত্রীকে মুসলিম হতে হবে। নচেৎ কোন অমুসলিম (কিতাবী) মা মুসলিম সন্তান-প্রতিপালনের অধিকার পাবে না।

২- মা যেন (পূর্ব স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষের সাথে) পুনর্বিবাহিতা না হয়। বিবাহিতা হলে তার শিশু-প্রতিপালনের অধিকার আর থাকবে না। বরং খালা অথবা নানীর উপর এই ভার বর্তাবে।

৩- পালয়েত্রীকে জ্ঞানসম্পন্না ও সাবালিকা হতে হবে। অতএব পাগলিনী, ক্ষেপী বা নাবালিকা মহিলা কোন সন্তান-প্রতিপালনের অধিকার পাবে না।

৪- তাকে সামর্থ্য ও শক্তিসম্পন্না হতে হবে। অন্ধ, চিররোগা, অতিবৃদ্ধা প্রভৃতিকে প্রতিপালনের দায়িত্ব দেওয়া যাবে না।

পালয়েত্রী স্বামী নিকট থেকে খরচ পাবে। তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ইদ্দতের সময়কাল পর্যন্ত খরচ পাবে।

এমন শিশু যার একটু জ্ঞান হয়েছে, তার পিতা-মাতার মাঝে বিচ্ছেদ ঘটলে এবং উভয়েই ছেলেকে সাথে রাখতে চাইলে দেখতে হবে যে, ধর্মীয় ব্যাপারে এবং শিশুর শিক্ষা-দীক্ষা ও অন্যান্য কল্যাণের ব্যাপারে কে অধিক

www.QuranerAlo.com

উত্তম। যদি উভয়েই সমান হয়, তাহলে শিশুকে এখতিয়ার দেওয়া হবে। শিশু যাকে অধিক পছন্দ তাকে বেছে নেবে। নচেৎ শিশুর জন্য ভবিষ্যৎ কল্যাণকামিতায় যে অধিক উত্তম, তার অধিকারে শিশুকে ছেড়ে দিতে হবে এবং সেই তার প্রকৃত অধিকারী।

পিতা-মাতার মধ্যে কোন একজন মুসলিম হয়ে গেলে শিশু মুসলিমের অধিকারে হবে। যেহেতু প্রত্যেক শিশুই ইসলামের প্রকৃতি নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে।[1]

কুড়ানো ছেলের প্রতিপালন

কোন শিশু কোন স্থানে পড়ে থাকা অবস্থায় পাওয়া গেলে মুসলিমের উচিত, তাকে কুড়িয়ে এনে তার জীবন রক্ষা করা এবং তাকে মানুষ করা। অথবা কোন দায়িত্বশীল সংস্থা বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে পৌঁছে দেওয়া। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً﴾

"যে ব্যক্তি কারো প্রাণ রক্ষা করল, সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল।" *(সূরা মাইদাহ ৩২ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

"তোমরা সৎকাজ ও আত্মসংযমে (তাকওয়ার কাজে) পরস্পর সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমা-লংঘনে একে অন্যের সহযোগিতা করো না।" *(ঐ ২ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, "সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে আমাদের ছোটর প্রতি দয়া ও স্নেহ করে না এবং বড়র অধিকার চেনে না (তার প্রতি শ্রদ্ধা রাখে না)।"[2]

তিনি আরো বলেন, "যে দয়া করে না, তার প্রতি দয়া করা হবে না।"[3]

---

[1] *বুখারী ১৩৫৯ নং।*

[2] *আহমাদ ২/১৮৫।*

[3] *বুখারী, আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, সহীহুল জামে' ৬৫৯৮ নং।*

www.QuranerAlo.com

শিশু জারজ হলেও নিষ্পাপ। এমন নিষ্পাপ শিশুকে যদি কেউ স্বচক্ষে জীবিত দেখেও শীত-গ্রীষ্ম অথবা কোন জন্তুর কবল থেকে রক্ষা করে তার জান না বাঁচায়, তাহলে সে এক খুনী বলে গণ্য হবে। যেমন যে কলঙ্কের ভয়ে গর্ভের ভ্রূণ (৪ মাস বয়স হওয়ার পর) হত্যা করে অথবা জন্মের পর তাকে গলা টিপে বা কিছু খাইয়ে হত্যা করে, অথবা কোন ডাষ্টবিনে বা ঝোপে-জঙ্গলে ফেলে আসে, সে তো মহা অপরাধী ও এক খুনী বটেই।

কোনও অমুসলিমের জন্য কোন মুসলিম শিশু কুড়িয়ে মানুষ করার অধিকার নেই। মানবতার খাতিরে তার উচিত, ঐ শিশু সম্পর্কে কোন মুসলিমকে খবর করা।

কুড়ানো শিশু বড় হলে সে স্বাধীন মানুষ হবে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে তাকে প্রতিপালন করতে কষ্ট হলে ইসলামী এতীমখানা তার প্রতিপালনভার গ্রহণ করবে। ঐ অনাথের সম্পদ তার মৃত্যুর পর বায়তুল মালে জমা হবে। পড়ে থাকার সময় ঐ শিশুর গায়ে দামী অলঙ্কার বা লেবাসে টাকা-পয়সা পাওয়া গেলে তা ঐ শিশুরই মালিকানা হবে। বিধায় যে তাকে কুড়িয়ে পেয়েছে তার জন্য তা গোপন করে আত্মসাৎ করা অবৈধ হবে।

কুড়াবার সময় যদি দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একই সঙ্গে দেখে তাকে নিজের তরবিয়তে রাখার দাবী করে, তাহলে যার হাতে সঠিক মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার সুযোগ পাবে সেই এর অধিকার পাওয়ার যোগ্য হবে।

কিছুদিন পর কোন মুসলিম যদি 'শিশুটি আমার' বলে দাবী জানায়, তাহলে তার কথা বিশ্বাসযোগ্য হলে তাকে শিশু প্রত্যর্পণ করতে হবে। অনুরূপ কোন অমুসলিম পাক্কা সবুত পেশ করলে তার শিশু সেই সবুত অনুসারে ফেরৎ দিতে হবে।

একই সময়ে যদি দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একই শিশুর জন্য 'আমার' বলে দাবী করে, তাহলে কিয়াফা (প্রত্যঙ্গের মিল ইত্যাদি) দেখে অথবা রক্ত পরীক্ষা করে, তাতে সম্ভব না হলে লটারীর মাধ্যমে শিশু কার তা নির্ধারণ করতে হবে।

এতীম-প্রতিপালন

সাবালক হওয়ার পূর্বেই যে পিতৃহীন হয় তাকে এতীম বলা হয়। এতীম লালন-পালন করা, তার তত্ত্বাবধান করা, তাকে তরবিয়ত ও শিক্ষা

www.QuranerAlo.com

দান করা, তার সম্পদের দেখাশোনা করা ইত্যাদি মুসলিমের কর্তব্য। এতে রয়েছে বিরাট সওয়াব। মহানবী ﷺ নিজের তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি সমানভাবে ইঙ্গিত করে বলেছেন, "আমি এবং এতীমের তত্ত্বাবধায়ক বেহেশ্‌তে এরূপ (একত্রে) বাস করব।"[১]

এতীমের প্রতিপালন-ভার না নিলে, তার অভিভাবকত্ব না করলে লাগামছাড়া হয়ে তার পথভ্রষ্টতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার বড় আশঙ্কা থাকে। আর তা হল শান্তিকামী সমাজের জন্য অহিতকর ও অশুভকর। তাই তো তাদের প্রতি দয়া-মমতার সাথে তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে সকলকে। তাদের প্রতি রূঢ় হতে নিষেধ করা হয়েছে। *(সূরা যুহা ৯ আয়াত)* তাদেরকে সম্মান ও যথার্থ মর্যাদা দান করতে বলা হয়েছে। *(সূরা ফাজর্ ১৭৭৭ আয়াত)* আর বলা হয়েছে যে, যারা পরকালকে অস্বীকার করে, তারাই পিতৃহীন অনাথদেরকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়। *(সূরা মাউন ১-২)*

যারা এতীমের মাল আত্মসাৎ করে, মহান আল্লাহ তাদেরকে ভয়ানক শাস্তির ধমক দিয়েছেন। তিনি বলেন,

﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً﴾

"পিতৃহীনদেরকে তাদের ধন-সম্পদ সমর্পণ কর এবং উৎকৃষ্টের সাথে নিকৃষ্ট বদল করো না। আর তোমাদের সম্পদের সাথে তাদের সম্পদকে মিশ্রিত করে গ্রাস করো না; নিশ্চয়ই তা মহাপাপ।" *(সূরা নিসা ২ আয়াত)*

এতীমের ধন-সম্পদ ব্যবসায় বা কোন বিনিয়োগ কাজে লাগিয়ে বৃদ্ধি করা তত্ত্বাবধায়কের কর্তব্য। সেই ধন-মালের এমনভাবে দেখাশোনা করবে, যাতে এতীম কোন প্রকার ক্ষতির শিকার না হয়।

এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বিষদভাবে বলেন,

﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ

[১] *বুখারী ৬০০৫ নং।*

www.QuranerAlo.com

أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيباً﴾

"আল্লাহ তোমাদের সম্পদকে -যা তোমাদের উপজীবিকা করেছেন তা- নির্বোধদের হাতে অর্পণ করো না, তা হতে তাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা কর এবং তাদের সাথে মিষ্ট কথা বল। এতীমদের প্রতি লক্ষ্য রাখ, যে পর্যন্ত না তারা বিবাহ-যোগ্য হয়। কিন্তু তাদের মধ্যে ভালো-মন্দ জ্ঞান পরিপুষ্ট দেখলে তাদের সম্পদ তাদেরকে ফিরিয়ে দাও। তারা সাবালক হয়ে যাবে বলে অন্যায়ভাবে তা তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো না। যে (তত্ত্বাবধায়ক) অভাবমুক্ত, সে যেন তা থেকে বিরত থাকে যা অবৈধ এবং যে অভাবগ্রস্ত সে যেন ন্যায়-সঙ্গত পরিমাণে ভোগ করে। অতঃপর তোমরা যখন তাদের সম্পদ সমর্পণ করবে তখন সাক্ষী রেখো। আর হিসাব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট।" *(সূরা নিসা ৬)*

অতএব এতীম যখন সাবালক হবে, তখন সমস্ত হিসাব বুঝিয়ে তার সমস্ত ধন-সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করতে হবে এবং এ সময় সাক্ষীও রাখতে হবে, যাতে পরে কোন প্রকারের সন্দেহ ও ভুল বুঝাবুঝি না সৃষ্টি হয়।

এতীমের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা আরো সতর্ক করে বলেছেন যে,

﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً- إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً﴾

"তাদের সম্পর্কে (ঠিক তেমনই মানুষদের) ভয় করা উচিত, (যেমন) যদি তারা পিছনে অসহায় সন্তান ছেড়ে যেত (তবে) তারাও তাদের সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হত। অতএব লোকের উচিত যে, (এতীম-অনাথ সম্পর্কে) আল্লাহকে ভয় করা এবং ন্যায়-সঙ্গত কথা বলা। নিশ্চয় যারা এতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা আসলে নিজেদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে, তারা জ্বলন্ত আগুনে জ্বলবে।" *(ঐ ৯-১০ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, "সাতটি সর্বনাশা কর্ম হতে দূরে থাক; (যার মধ্যে একটি হল) এতীমের মাল নাহক ভক্ষণ করা।"[১]

---

[১] *বুখারী ২৭৬৬ নং।*

www.QuranerAlo.com

এতীম ও তার ধন-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের গুরুভার ও দেখাশোনার দায়িত্ব নেওয়া এক বিরাট আমানত। যাতে খেয়ানত হলে নিজের সর্বনাশ ঘটে। তাই খুব আত্মসংযমী ও শক্ত ঈমানের মানুষ ছাড়া ঐ ভার গ্রহণ করা উচিত নয়। যাতে সে নিজে ধ্বংস না হয় এবং এতীমেরও দুর্দিন না আসে। আর এ জন্যই প্রিয় নবী ﷺ সাহাবী আবূ যার্র (রাঃ)-কে পরামর্শ দিয়ে বলেছিলেন, "হে আবূ যার্র! আমি তোমাকে দুর্বল দেখছি। আর আমি তোমার জন্য তাই পছন্দ করি, যা নিজের জন্য করে থাকি।---- এতীমের মালের তত্ত্বাবধায়ক হয়ো না।"[1]

এতীমের মাল নিসাবপূর্ণ হলে তার তরফ থেকে অসী (তত্ত্বাবধায়ক) সেই মালের যাকাৎ আদায় করবে। এতীম গরীব হলে অসী তার যাকাৎ তার পশ্চাতে খরচ করতে পারবে। পক্ষান্তরে এতীম ধনী হলে অসী তার যাকাৎ, ফেতরা, ওশর ইত্যাদি ফরয সদকা তার পিছনে ব্যয় করতে পারে না। অবশ্য নফল সদকা তাকে দিতে পারে।

এতীমের নিকট থেকে অসী ন্যায্য ও প্রয়োজন মত কাজ ও খিদমত গ্রহণ করতে পারে।

এতীম কন্যার বিবাহের সময় অসী তার সম্মতি অবশ্যই নেবে। নচেৎ তার সম্মতি ছাড়া বিবাহ হবে না। অসী নিজে বিবাহ করতে চাইলে অথবা তার ছেলের সাথে বিবাহ দিতে চাইলেও তার সম্মতিক্রমে যথাযথ প্রদেয় দেনমোহর প্রদান করে বিবাহ সম্পন্ন করতে হবে। তাকে চাপ দিয়ে অথবা উপকার ও তত্ত্বাবধানের বিনিময়কে মোহর করে তাকে অন্য কোন মোহর না দিয়ে বা তাকে নারাজ করে বিবাহ বৈধ নয়।

শিশুর ভরণ-পোষণ

সন্তান-সন্ততি বড় হয়ে নিজে কামিয়ে খেতে না শিখা অথবা বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত পিতা বা অভিভাবকের উপর তাদের ভরণ-পোষণ করা ওয়াজেব।

﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ

---

[1] মুসলিম ১৮২৬ নং, আবূ দাঊদ, হাকেম, বাইহাকী।

www.QuranerAlo.com

لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً﴾

"বিত্তবান নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার রুযী সীমিত সে আল্লাহ তাকে যা দান করেছেন তা হতে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন, তদপেক্ষা গুরুতর বোঝা তিনি তার উপর অর্পণ করেন না। আল্লাহ কষ্টের (অভাবের) পর স্বস্তি (স্বচ্ছলতা) দান করবেন।"

(সূরা ত্বালাক ৭ আয়াত)

অনুরূপভাবে বিত্তবান বা উপার্জনশীল সন্তানের উপর পিতামাতার ভরণ-পোষণ ওয়াজেব। অবশ্য পিতামাতার অবস্থা সচ্ছল হলে তা ওয়াজেব নয়।

প্রত্যেক পিতারই কর্তব্য সন্তান হওয়ার পূর্বে ও পরে আল্লাহর উপর ভরসার সাথে সাথে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। তার রুযী-রুটীর বন্দোবস্ত রাখা উচিত। সমস্ত সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দান করেও তাকে কপর্দকশূন্য করে ছেড়ে যাওয়া অভিভাবকের জন্য অবৈধ।

যেমন পুরুষোচিত কর্ম নয়, কেবলমাত্র কামলালসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে বিবাহ করা এবং তার পশ্চাতে যে তার ভাবী বংশধরের আগমন হবে তার কথা ভুলে গিয়ে ভোগ-বিলাসে ও আমোদ-ফুর্তিতে এবং যৌবনোন্মত্ততায় নিজের ধন-সম্পদ অপব্যয় করে রিক্ত হস্তে সন্তান-পালনে অপারগ হয়ে পড়া। অথবা স্বামী-স্ত্রীতে সর্বসুখ লুটে নিয়ে সন্তানের ভাগ্যে তেঁতুল ঘুলে দেওয়া। বরং বিবাহের পূর্ব থেকেই পুরুষকে পরিণাম চিন্তা ও দূরদর্শিতার সাথে দাম্পত্যে নামা উচিত। আবার পৌরুষ এও নয় যে, পুরুষ কেবল নিজের দাম্পত্য ও বিলাস-সুখের আধিক্য আনয়নের জন্য সন্তান বা ভ্রূণ হত্যা করবে। বরং সকল সমস্যার সম্মুখীন হওয়া এবং তার পুরুষোচিত মোকাবিলা করে সমাধান অন্বেষণ করাই পুরুষের কর্তব্য।

স্বামী কৃপণ হলে এবং স্ত্রীর পক্ষে সন্তান-প্রতিপালন অর্থাভাবে কঠিন হলে, স্বামীর অজান্তে গোপনে তার সম্পদ হতে কিছু করে, ঠিক প্রয়োজন ও পরিমাণ মত অর্থ স্ত্রী খরচ করতে পারে।[১] তবে অন্যায়ভাবে অসঙ্গত কাজে বা বিলাস-প্রসাধনে ব্যয় করার জন্য অথবা নিজের কোন আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য করার জন্য গোপনভাবে স্বামীর বিনা অনুমতিতে তার অর্থ বা কোন জিনিস নেওয়া বৈধ নয়। পরন্তু স্ত্রী সম্পদশালিনী হলে তার উচিত, স্বামী ও সন্তানদের পিছনে তা ব্যয় করা।

---

[১] *বুখারী ৫৩৬৪ নং।*

www.QuranerAlo.com

শিশু-সন্তানের ভরণ-পোষণ ইত্যাদি যেমন পিতার জন্য ওয়াজেব, ঠিক তেমনি তাদের তরফ থেকে ফিৎরা আদায় করাও ওয়াজেব।

অভাব পড়লে পিতা তার ছেলেকে কোথাও কোন উপযুক্ত কাজে নিযুক্ত করে তার কামাই খেতে পারে। তবে এ ব্যাপারে মনে রাখা উচিত যে, তাদের শিক্ষা-দীক্ষা বা চরিত্রের কোন প্রকার ক্ষতি না হয়। কিশোরী বা যুবতী মেয়েকে এমন কোন কাজে নিয়োগ করা আদৌ উচিত নয়, যাতে তাদের পবিত্রতা, সতীত্ব ও নারীত্ব ক্ষুন্ন হয়। অন্য কোন শিল্প বা হাতের কাজ না থাকলে একান্ত নিরুপায় অবস্থা ছাড়া কারো গৃহে দাসীবৃত্তি করতে দেওয়া একজন রুচিশীল পিতা-মাতার কাজ হওয়া উচিত নয়।

সন্তানদের মাঝে ন্যায়পরায়ণতা

সন্তান একের অধিক হলে তাদের মাঝে ন্যায়পরায়ণতা ও ইনসাফ রাখা পিতা-মাতার জন্য একান্ত জরুরী কর্ম। তাদেরকে দু'নজরে দেখা মোটেই উচিত ও বৈধ নয়। কিছু উপহার বা দান দিলে সকলকে সমানভাবে দিতে হবে। কাউকে দেওয়া ও কাউকে না দেওয়া, আবার কাউকে কম দেওয়া ও কাউকে বেশী দেওয়া কোন মুসলিম পিতার জন্য বৈধ নয়।[১]

আল্লাহ জাল্লা শানুহ বলেন,

﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾

"তোমরা ইনসাফ কর, কারণ তা তাকওয়ার নিকটতর কর্ম।"

(সূরা মাইদাহ ৮ আয়াত)

﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

"আল্লাহ অবশ্যই ন্যায়পরায়ণতা, সদাচারণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও অবাধ্যাচরণ হতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।"

(সূরা নাহল ৯০ আয়াত)

---

[১] *বুখারী ২৫৮৭নং।*

www.QuranerAlo.com

যে পৌত্র বা পৌত্রীর পিতা মারা গেছে (যেহেতু পিতৃব্য থাকতে তারা পিতামহের মীরাস থেকে বঞ্চিত তাই) তাদের নামে অসিয়ত (উইল-পত্রে দান) করা কর্তব্য। কোন ওয়ারেসের জন্য অসিয়ত বৈধ ও সিদ্ধ নয়।[১] জ্ঞাতব্য যে, কোনও অসিয়তে বা ওয়াক্‌ফ-খাতে সমস্ত ধন-সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের অধিক দান লিখে ওয়ারেসদের অংশ কম করা বৈধ নয়।

শিশুর তরবিয়ত

শিশু আজকের সন্তান, কিন্তু আগামী কালের পিতা। 'শিশুর পিতা ঘুমিয়ে আছে সব শিশুদের অন্তরে।' শৈশব ও কৈশোর শিশুর পিতৃযোগ্যতা অর্জন করার সময়। মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তোলা, তার জীবন সুখ-সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার সময় এটাই। এই সময়ে শিশুকে ট্রেনিং ও তরবিয়ত দিতে ইসলাম অভিভাবককে আদেশ ও উদ্বুদ্ধ করে। যেহেতু সন্তান মানুষের উৎকৃষ্টতম সম্পদ ও অমূল্য ধন। আর তা পিতার নিকট রাখা এক আমানত। যার প্রতি অবজ্ঞা, অবহেলা ও অনবধানতা ইসলাম আদৌ পছন্দ ও বৈধ করে না।

প্রত্যেক সম্পদেরই আমদানি বেশী হলে, তার মূল্য-মান অনেকটা কমে যায়। কিন্তু সন্তান এমন এক সম্পদ, যার আমদানি অধিক হলেও পিতা-মাতার নিকট তার মূল্য একই থাকে। যারা সবাই ভবিষ্যতের নাগরিক, মুসলিম সমাজের এক একটা সভ্য। তারাই আগামী দিনের আল্লাহর প্রিয় বান্দা এবং এ পৃথিবীর শান্তি-প্রিয় ও উন্নত মানুষ। তাদের প্রতি যত্নবান হওয়া জনক-জননীর একান্ত কর্তব্য।

প্রত্যেক পিতা-মাতারই প্রয়াস থাকে যে, তাদের সন্তানরা যেন কোন প্রকার কষ্ট না পায়। পৃথিবীতে ধন-ঐশ্বর্যের মাঝে মাথা উঁচু করে বসবাস করে নচেৎ অন্ততঃপক্ষে ক্ষুধার অন্নে তাদের কোন প্রকারের অভাব ও টানাটানি না দেখা দেয়। কিন্তু এ চিন্তা কেবলমাত্র ৬০/৭০ বছরের জন্য সীমিত। অথচ জীবন তো ওখানেই শেষ নয়। পরকালের জীবন হল চিরস্থায়ী এবং ইহকালের কর্ম-জীবনের সুফল অথবা কুফল লাভ করার জীবন হল সেই পারলৌকিক জীবন, এ কথা পিতা-মাতাকে সর্বাগ্রে

---

[১] *সহীহুল জামে' ৭৫৭০ নং।*

খেয়ালে রাখা প্রয়োজন। সন্তানরা যাতে চির-জীবন সুখী হয়, অধিকন্তু পরকালে যেন কোন কষ্ট না পায়, তা ধ্যানে রাখা প্রত্যেক দয়ার্দ্র ও স্নেহার্দ্র পিতা-মাতারই কর্তব্য। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّـــاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾

"হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন হতে রক্ষা কর, যার ইন্ধন মানুষ ও পাথর, যার নিয়ন্ত্রণভার অর্পিত আছে নির্মম-হৃদয়, কঠোর-স্বভাব ফিরিশ্‌তাগণের উপর, যারা আল্লাহ তাদেরকে যা আদেশ করেন তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদিষ্ট হয় তাই করে।" *(সূরা তাহরীম ৬ আয়াত)*

ইহজগতে পিতা-মাতার সুযত্ন থাকে, যাতে শিশু শীত-গ্রীষ্মে কষ্ট না পায়। দুর্ঘটনাক্রমে লেগে যাওয়া আগুন থেকে শিশুকে রক্ষা করার জন্য পিতা-মাতা জীবন বিলিয়ে দেয়। অথচ সেই পিতা-মাতাকেই দেখা যায় যে, তারা আখেরাতের মহা অগ্নি হতে শিশুকে রক্ষা করতে ততটা বা একেবারেই যত্নবান নয়! পরন্তু সে আগুন এ আগুন থেকে ৭০ গুণ অধিক দাহিকাশক্তিসম্পন্ন এবং যেখানে কোনও বিনিময়ে কাউকে রক্ষা করা মোটেই সম্ভব নয়। অতএব বলতে হয় যে, এমন পিতা-মাতা প্রকৃতপক্ষে স্বার্থবাদী, তাদের হৃদয় স্নেহ-বাৎসল্যহীন অথবা পরকালের প্রতি তাদের বিশ্বাস ও ধারণা নেই।

কচি-কাঁচা শিশুর হৃদয়-মন স্বচ্ছ কাঁচের মত পবিত্র ও পরিষ্কার থাকে। যা যে কোনও ছবি গ্রহণ করার উপযুক্ত থাকে। পিতা-মাতা তাতে যে ছবি প্রতিফলিত করে, সেই ছবিই অঙ্কিত হয়ে রয়ে যায় তার হৃদয়-মুকুর ও মানসপটে।

অথবা তাদের হৃদয় শৈশবে এক ডাব কাদার মত। কুমোর ইচ্ছা করলে তা দিয়ে একটি হাঁড়ি গড়তে পারে। পরক্ষণে ঐ কাঁচা অবস্থাতেই ইচ্ছা করলে তা ভেঙ্গে সুন্দর এক কলসী বানাতেও পারে। কিন্তু প্রস্তুত হওয়ার পর শুকিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হলে তা ভেঙ্গে অন্য কিছু গড়ার ইচ্ছা করলেও আর তা সম্ভব হয় না। কারণ এমন ভাঙ্গা-গড়া বা সুন্দর ও

www.QuranerAlo.com

মনমত করে গড়ার সময় হল তখন, যখন মাটি কাঁচা ও নরম থাকে। অনুরূপভাবে সন্তানকে সুন্দর ও মনমত করে গড়ে নেওয়ার সময় হল তার শৈশব অবস্থা। পক্ষান্তরে সে বড় হয়ে পেকে যাওয়ার পর মনমত গড়ে তোলার চেষ্টা বহুলাংশে সফল হয় না।

আবার শিশু হল বড় অনুকরণ-প্রিয়। শিশু যা দেখে ও শোনে তাই অনুকরণ করতে শুরু করে। সুতরাং সে তার পিতা-মাতা ও পরিবেশের চরিত্র-গুণে মানুষ হয়ে ওঠে। ছেলের চরিত্রে বাপের এবং মেয়ের চরিত্রে মায়ের কিছু না কিছু গুণ প্রভাবান্বিত করেই থাকে। 'বাপ কা বেটা সিপাহী কা ঘোড়া, কুছ না হো তো থোড়া থোড়া।' আর 'আটা গুণে রুটী ও মা গুণে বেটী।' অবশ্য তাদের কাছ থেকে দূরে থেকে সন্তান অন্য কোথাও মানুষ হলে অথবা প্রভাবশালী কোন ভিন্ন পরিবেশের প্রভাব, চাপ বা সহযোগিতা পেলে পিতা-মাতার চরিত্রের বিপরীত ভালো অথবা মন্দ হয়ে গড়ে উঠতে পারে।

মুসলিম পিতামাতার শিশু-সন্তানের প্রতি প্রধান ও প্রথম কর্তব্য এই যে, শৈশব হতেই তাকে 'মুসলিম' তৈরী করার প্রস্তুতি নেবে এবং যাতে শিশু একজন যথার্থ মুসলিম হয়ে গড়ে ওঠে তার জন্য শুরু থেকেই তাকে ইসলামী আদব ও শিক্ষা দান করবে। প্রকৃত মুসলিম হতে পারলে ঐ শিশু ভবিষ্যতে 'মানুষের মত মানুষ', 'পিতার মত পিতা'এবং 'মাতার মত মাতা' হয়ে মানুষ হয়ে এ পৃথিবীর উন্নয়ন সাধনে সক্ষম হতে পারবে।

শিশু কথা বলতে শিখলে, তাকে প্রথমতঃ কলেমা তওহীদ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর প্রেরিত দূত) শিক্ষা দেবে। অতঃপর ধীরে ধীরে বলার বিভিন্ন আদব শিক্ষা দেবে। যাতে শিশু প্রয়োজন মত অল্প কথা, উপকারী ও সত্য কথা বলতে অভ্যাসী হয়। মিথ্যা ভুলেও যেন না বলে। বাড়িতে থেকে শিশুকে 'আব্বু বাড়িতে নেই' বলতে শিখিয়ে কাউকে দরজা থেকে ফিরিয়ে দিতে বলে মিথ্যা বলার ট্রেনিং যেন না পায়। উপহাস ও ঠাট্টাছলেও যেন মিথ্যা না বলে। মায়ের কাছেও যেন মিছিমিছি 'মিষ্টি দোব, বিড়াল আছে, জুজু আছে' ইত্যাদি শুনে মিথ্যার তরবিয়ত না পায়। পরচর্চা, পরনিন্দা, চুগলী বা গালিমন্দ না করে। বড়দের সাথে ভদ্রতা ও আদবের সঙ্গে কথা বলে, মুসাফির বা অপরিচিত ব্যক্তিকেও আদব করে। বড়দেরকে কোন বিষয়ে হুকুম না করে, সমবয়স্ক ও ছোটদেরকে 'তুমি'

www.QuranerAlo.com

এবং বড়দেরকে 'আপনি' বলে। কটুকথা ও কঠোর-বাক্য না বলে। ছেলেরা সকলের সাথে সর্বদা নম্র কথা বলে এবং মেয়েরা (কিশোরী ও যুবতী হয়ে উঠলে) কোন বেগানা যুবকের সাথে নম্র-সুরে কথা না বলে। মিথ্যা বা কথায় কথায় কসম না খায়। কোন বিষয়ে অঙ্গীকার করলে, তা পালন করে। পিতা-মাতার সম্পদ নিয়ে কারো কাছে গর্ব না করে। কোন ছেলের কাছে বোন বা ভাবীর কোন রূপচর্চা অথবা সৌন্দর্য ও গুণ বর্ণনা না করে। মা-বাপের, ভাই-ভাবীর, অথবা বোন-বুনাই-এর কোন গোপনীয় কথা (কেউ জিজ্ঞাসা করলেও) যেন কাউকে না বলে।

শিশুকে চলার বিভিন্ন আদবও শিক্ষা দেবে। সজোরে পদক্ষেপ করে গর্বভরে চলতে বাধা দেবে। (নারী, অশ্লীল ছবি, কারো শরমগাহ ইত্যাদি) অবৈধ কোন কিছুর প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ না করে পথের উপরেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে চলতে শিক্ষা দেবে।

খেতে শিখলে সর্বদা ডান হাতে খেতে-পান করতে অভ্যাসী করবে। হাত ধুয়ে শুরুতে আল্লাহর নাম এবং শেষে তাঁর হাম্‌দ ও শুক্‌র আদায় করতে আদব দেবে। একধার হতে (নিজের তরফ থেকে) খেতে শিখাবে। কারো খাওয়া দেখেই যেন খেতে না চায়, তার জন্য যথার্থ আদব শিখাবে। যাতে সে পরের সামনে খাওয়ার প্রবণতা না দেখায়। কাউকে খেতে দেখলে যেন তার দিকে ভ্যাল্‌ভ্যাল্‌ করে তাকিয়ে না থাকে। খাওয়াতে যেন জলদিবাজি না করে। উত্তমরূপে যেন চিবিয়ে খায়। ফেলে ও লোকসান করে যেন না খায়। কিছু পড়ে গেলে তার ময়লা দূর করে বা ধুয়ে যেন তা খেয়ে নেয়। কারণ, যারা অপচয় করে তারা শয়তানের ভাই।

শিশু সর্বপ্রকার সুখাদ্যে যেন অভ্যাসী হয়ে ওঠে। কোন সময় এবং কোন জায়গায় কোন হালাল খাদ্য দেখে 'ছিঃ' বা 'এ খাই না, ও খাই না' না করে। আর যথাযথ চেষ্টা রাখবে, যাতে কোন হারাম ও অখাদ্য তার পেটে না যায়। সর্বদা যেন হালালই খেতে শেখে এবং নিজের হাতের কামাই খেতে অভ্যস্ত হয়। অধিক ভোজন-বিলাসী ও উদরপরায়ণ না হয়ে ওঠে। যেন অল্প আহারেই সন্তুষ্ট হতে পারে এবং কম খেতে অভ্যাসী হয়। 'পরের ভাতে পেট নষ্ট' করতে যেন না শেখে। হেলান দিয়ে যেন না খায়। তিন শ্বাসে পানি পান করে এবং পানিতেই যেন নিঃশ্বাস না ছাড়ে।

কাপড় পরার সময় পরিধানের বিভিন্ন আদব শিক্ষা দেবে শিশুকে।

www.QuranerAlo.com

ছেলেদেরকে সাদা পোশাক পরতে অধিক উদ্বুদ্ধ করবে। গাঁটের নিচে ঝুলিয়ে কাপড় পরতে নিষেধ করবে। হলুদ ও জাফরান রঙের বা রেশমের কোন কাপড় অথবা সোনার কিছু পরতে ছেলেকে অনুমতি দেবে না। এমন টাইটফিট্ পোশাক পরাবে না, যাতে শরীরের উঁচু-নিচু বুঝা যায় ও উঠতে-বসতে কষ্ট হয়। মেয়েদেরকে এমন পোশাক পরতে অভ্যস্ত করবে না, যা পাতলা এবং যাতে ভিতরের চামড়া অস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। ঢিলা জামা-কাপড় পরতে অভ্যাস করাবে। গাঁটের নিচে ঝুলিয়ে পা-ঢাকা জামা পরতে ট্রেনিং দেবে। সর্বদা মাথায় ওড়না রাখতে ও বেগানা পুরুষের সামনে সারা দেহ ঢাকতে আদেশ করবে। তাদেরকে শিক্ষা দেবে যে, কেবল বক্ষস্থল ও কোমর হতে হাঁটু পর্যন্তই অঙ্গ আচ্ছাদ্য আবরু এবং বাকী উন্মোচনীয় অঙ্গ নয়। বরং তাদের দেহের সবটুকুই আচ্ছাদনীয় ইজ্জত। আর এ কথা ভালো করে মনে ঢুকিয়ে দেবে যে, গা-মাথা ঢেকে গরম লাগলেও দোযখের আগুন তার থেকে বহুগুণ অধিক গরম।

পরিচ্ছদে শিশুকে অধিক বিলাসিতায় অভ্যস্ত করবে না। নচেৎ বড় হয়ে সেই সৌন্দর্য ও বিলাসিতার খোঁজে বহু কিছু হারিয়ে ফেলবে।

ছেলেকে মেয়েলী হাবভাব ও পোশাক ব্যবহারে এবং মেয়েকে পুরুষোচিত ভাবভঙ্গি ও পোশাক ব্যবহারে বাধা দেবে।

শয়নের বিভিন্ন আদব শিক্ষা দেবে। শয়নের শুরুতে ডান কাতে শয়ন করতে অভ্যাস করাবে। চিৎ বা উবুড় হয়ে শুতে যেন অভ্যস্ত না হয়। (পড়াশোনা না থাকলে) এশার পর নিদ্রা এবং ফজরের পূর্বে জাগরণে অভ্যাসী বানাবে। দুপুরে খাওয়ার পর ছাড়া যথাসম্ভব দিনে ঘুমাতে (বড়) শিশুকে বাধা দেবে। কারণ, দিবা-নিদ্রায় অলসতা বাড়ে অনেক। অবশ্য বিজ্ঞানীরা বলেন, সামান্য দিবানিদ্রা স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করে।

শৈশব হতেই নরম গদিতে শোবার অভ্যাস করাবে না। কারণ তাতে শয্যাবিলাসী হয়ে পড়বে এবং পরে কোন সময় ঐ গদি না পেলে অন্যথায় তার ঘুমই হবে না। তাছাড়া তার শরীরের গঠনও মজবুত হবে না। দশ বছর বয়স হলে ছেলে-মেয়ের বিছানা পৃথক পৃথক করে দেবে।

শোবার সময়ে মা শিশুকে ইসলামী নানা ইতিহাস ও কাহিনী শোনাবে। বেহেশ্তের লোভ এবং দোযখের ভয় দেখাবে। যাতে শিশুর মনে ইসলামী আকর্ষণ ও আনুগত্যের প্রবণতা উদ্ভুত হয়। অবশ্য কোন

www.QuranerAlo.com

সময়ে জুজু, ভুত বা কোন প্রাণীর ভয় দেখাবে না।

ঘুম পাড়ানোর সময় ষাট-মায়ের দোহাই দেওয়া, শিশু ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে হাসলে বা কাঁদলে ষাট-মা হাসাচ্ছে বা কাঁদাচ্ছে মনে করা, রোগবালাই দূর করার জন্য 'বালাই ষাট' বলা মূর্তিপূজকদের বিশ্বাস ও ধারণা। মুসলিমদের কর্মে এ শির্ক থাকা কোনক্রমেই উচিত নয়। তদনুরূপ 'শিশুর মুখে মুখ দিতে নেই, কারণ শিশুরা আল্লাহর সাথে কথা বলে! শিশুর কানে হাত দিতে নেই, তার হায়াত কমে যায়, শরকাঠি গায়ে ঠেকাতে নেই, শিশু শুকিয়ে যায়' ইত্যাদি ধারণা অমূলক ও শরীয়ত-বিরোধী।

খেলার আদবে, নিয়মিত নির্দিষ্ট সময়ে খেলতে দেবে। অবৈধ বস্তু বা খেলনা নিয়ে খেলতে দেবে না। এমন খেলনা দেবে যাতে শিশুর বুদ্ধিমত্তার উন্মেষ ঘটতে সহযোগী হয়। অভদ্র, বেআদব ও চোয়াড় ছেলে-মেয়েদের সাথে খেলতে দেবে না। যে খেলায় অপরিচ্ছন্নতা ও নগ্নতা (হাঁটুর উপর হাফ প্যান্ট পরা জরুরী) আছে, সে খেলায় খবরদার অনুমতি দেবে না। যে খেলায় শারীরিক ও দ্বীনী উপকার আছে সেই খেলা খেলতে অনুমতি দেবে। আর যে খেলায় অর্থ ও সময়ের অনর্থক অপচয় আছে এবং যে খেলায় বিপদের আশঙ্কা আছে (যেমন আতশবাজি প্রভৃতি), সে খেলা হতে সর্বদা বাধা দান করবে।

প্রকাশ থাকে যে, কাপড়ের পুতুল নিয়ে শিশুকন্যার খেলা অনেকে বৈধ বললেও, কোন ধাতু বা প্লাস্টিক-নির্মিত পুতুল নিয়ে খেলতে না দেওয়াই উচিত। কারণ, ইসলাম মূর্তির ঘোর বিরোধী।

পড়ার সময় মন দিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করবে। পড়ার সুফল এবং না পড়ার কুফল বর্ণনা করবে। পড়ার বই-এর প্রতি আদব শিখাবে। অন্যান্য শিক্ষার সাথে সাথে ইসলামী বই-পুস্তকও পড়তে দেবে। কুরআন মাজীদ পড়লে পূর্বে ওযুর নিয়ম শিখিয়ে ওযু করে পড়তে বলবে। উল্লেখ্য যে, যে জ্ঞান শিক্ষা করা ফরয, তা হল ইসলামী শরীয়তের জ্ঞান। অন্যান্য জ্ঞান প্রয়োজন মোতাবেক জরুরী।

শিশুকে বসার বিভিন্ন আদব শিক্ষা দেবে, যাতে বেশ ভদ্রতা ও আদবের সাথে বসতে অভ্যাসী হয়। পায়ের উপর পা চাপিয়ে অহংকারীদের মত না বসে। বিশেষ করে বড়দের সামনে ঐরূপ এবং উঁচু আসনে না বসে। বসা অবস্থায় পা না দোলায়। তাদের প্রতি পা বাড়িয়ে না বসে বা তাদেরকে পিছন করে না বসে। বেঞ্চ্ বা চেয়ারে পা তুলে না

www.QuranerAlo.com

বসে। কারণ, এ ধরনের বসা হল বেআদব ছেলেদের।

মজলিসের আদব শিক্ষা দেবে। শিশু কোন মজলিসে গেলে সালাম দেবে। যেখানে ফাঁক পাবে সেখানে বসবে। কাউকে সরিয়ে, উঠিয়ে বা মজলিস চিরে বসবে না। অপরের জন্য জায়গা প্রশস্ত করবে। ইল্‌মী মজলিস হলে একাগ্রতার সাথে কথা শুনবে। কোন প্রকারের চাঞ্চল্য, ছুটাছুটি, খেলাখেলি বা শব্দ করে বড়দের ডিষ্টার্ব করবে না। কারো সামনে দাঁত, নাক বা কান খুঁটবে না। মজলিসে থুথু ফেলবে না, নাক ঝাড়বে না। ঝাড়তেই হলে দূরে সরে গিয়ে অথবা আস্তে আস্তে শব্দ না করে ঝাড়বে। কারো মুখের সামনে হাই তুলবে না। তুলতেই হলে সে সময় (অনুরূপভাবে হাঁচির সময়ও) মুখে হাত রেখে নেবে। এ সময় 'হা-হা' করে শব্দ করবে না।

পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার আদব শিক্ষা দেবে শিশুকে। যাতে শিশু মুখে আঙ্গুল রাখতে অভ্যাসী না হয়, দাঁতে নখ না কাটে, বরং নিয়মিত নখ-কাটা যন্ত্র দ্বারা নখ কেটে ফেলে। প্রস্রাব-পায়খানা বা ধুলো-কাদা নিয়ে খেলা না করে। জামা-কাপড় নিয়েই ময়লাতে না বসে। প্রস্রাবের পর ছোট থেকেই নিয়মিত পানি বা মাটির ঢেলা ব্যবহার করে লজ্জাস্থান পরিষ্কার রাখে। নিয়মিত দাঁত মাজা ও মুখ ধোয়ায় অভ্যাসী হয়। জামা-কাপড় পুরনো হলেও পরিষ্কার করে পরিধান করে। প্রতি কাজ দেওয়া ও নেওয়া ডান হাত দ্বারা করে। আর প্রস্রাব-পায়খানা পরিষ্কার করার সময় বাম হাত ব্যবহার করে।

শিশুর জ্ঞান খুলতে লাগলে তাকে অন্যান্য তা'লীমের সাথে সাথে ঈমানী ও ইসলামী তা'লীমও দান করবে এবং তার সুফল সম্পর্কে তাকে প্রলুব্ধ করবে। বেঈমানী ও ধর্মহীনতার কুফল বর্ণনা করে তাকে সতর্ক করবে। শিশুকে অন্যের দুধ পান করাতে হলে এমন ধাত্রী-মাতা নির্বাচন করবে যার দুধ হালাল খাদ্য ভক্ষণ করে জন্মে থাকে। তদনুরূপ তার প্রতিপালন-ভার এমন নারীকে অর্পণ করবে, যার চরিত্র ও আচরণে একজন ধার্মিক মুগ্ধ হয়। যথাসময়ে শিশুকে মক্তব, মাদ্রাসা ও স্কুলে পাঠাবে। কোন বিজাতীয় মিশনে অবশ্যই পাঠাবে ও পড়াবে না।

সর্বাগ্রে শিশুকে 'মু'মিন ও মুসলিম' করে নেবে। অতঃপর তাকে যেমন প্রয়োজন তেমন উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করবে। তবে যে শিক্ষায় পরকালে সুখের আশা করা যায়, ইহকালে সুন্দর ও সুষ্ঠু সমাজ তথা শান্তি

www.QuranerAlo.com

ময় পরিবেশ গড়া যায়, দেশ ও জাতির উন্নতির কথা ভাবা যায়, চরিত্র ও আচরণে শৃঙ্খলতার আস্থা রাখা যায়, তা হল একমাত্র ইসলামী শিক্ষা।

শিশু যখন বা-আদব হয়ে গড়ে ওঠে, তখন তার প্রশংসা করা উচিত। কোন কোন সময় তার সদ্‌গুণের উপর তাকে পুরস্কৃত করে উৎসাহিত করা কর্তব্য। কোন সময়ে বেআদবী করে ফেললে ক্ষমা করা এবং লোকমাঝে তার অপমান না করে গোপনে শিক্ষা দেওয়া উচিত। যাতে বেহায়া হয়ে বেপরোয়া ও বেয়াড়া না হয়ে যায়। দ্বিতীয়বার একই ভুল করলে যোগ্য শাস্তি (যেমন, তার সাথে কথা বলা বন্ধ করা ইত্যাদি) প্রদান করবে। অধিক বকাবকি বা কথায় কথায় ডাঁট-ধমক করবে না। যাতে তা শুনে শুনে অভ্যাসে পরিণত করে ফেলে শিশু পিতার ঐ শাসনকে কোন মুদ্রা-দোষ বলে মনে না করে বসে এবং কোন দমনীয় ও নমনীয় ভাব তার মনে সৃষ্টি না হয়। বরং ছোট কথায় ওজন রেখে শাসন করবে। মা শাসন করতে না পারলে বাপের ভয় দেখাবে এবং শিশুর পাপ ও কাপ বাপের কাছে গোপন করে ছেলেকে বড় অপরাধীতে পরিণত হতে সহায়তা করবে না। বিনা অনুমতিতে কারো কোন জিনিস নিতে নিষেধ করবে। বাড়িতে টাকা-পয়সা চুরি করতে শুরু করলে ঢিল দেবে না। কোন বিষয়-বস্তু (টাকা-পয়সাদি)তে অধিক লোভ ও কারো প্রতি হিংসা করা হতে বিরত রাখবে। লোভ ও ঈর্ষা শিখাবে পড়াশোনায়, যাতে সবার চেয়ে প্রথম হতে পারে এবং ইবাদতে, যাতে সবার চেয়ে বড় আবেদ হতে পারে।

শিশুকে সালামের নানা আদব শিক্ষা দেবে। ছোট-বড় সকলকে সালাম দেবে। মুসাফাহা করবে। তবে বেগানার সাথে মুসাফাহা করবে না। মাথা ঝুঁকিয়ে বা পা ছুঁয়ে কাউকে সালাম করবে না। কারো সাথে কথা বলার পূর্বে পূর্বেই সালাম দেবে। কেউ সালাম দেবার পূর্বেই কথা শুরু করলে এবং পরে সালাম দিলে তার উত্তর দেবে না। বিদায় নেওয়ার সময়েও সালাম দেবে। নিয়মতঃ ছোট বড়কে, অল্প সংখ্যক অধিক সংখ্যককে, আরোহী পদাতিককে, পথচারী উপবিষ্টকে প্রথমে সালাম দেবে।[১] কেউ দূরে অথবা কাঁচের আড়ালে থাকলে হাতের ইশারার সাথে সাথে মুখেও সালাম দেবে। কেউ সালাম দিলে তার চেয়ে সুন্দরভাবে উত্তর দেবে। নামায পড়া অবস্থায় কেউ সালাম দিলে হাতের ইশারায় তার জবাব

[১] *(বুখারী ৬২৩১ নং)*

www.QuranerAlo.com

দেবে। কোন কাফেরকে প্রথমে সালাম দেবে না। সে সালাম স্পষ্টভাবে দিলে তার সালামের উত্তর দেবে। অস্পষ্টভাবে দিলে তার জবাবে বলবে, 'অআলাইকুম।'

শিক্ষার অবহেলার উপর শিক্ষক শিশুকে মৃদু প্রহার করতে পারে। শিশু বাড়িতে এসে শিক্ষকের অভিযোগ করলে শিক্ষকের উপর ক্রোধান্বিত হওয়া বা অসঙ্গত কথা বলা অভিভাবকের আদৌ উচিত নয়। বরং তাকে এই বলা উচিত যে, 'পড়াশোনা ঠিকমত না করলে বা বদমাশি করলে বাড়িতেও প্রহার খাবে। এইভাবে বড়দের ও ওস্তাদদের আদেশ মান্য করে চলার যথাযথ ট্রেনিং দেবে।

বড় ও ওস্তাদদের প্রতি -যদিও তাঁরা বিদেশী হন তবুও- সম্মান ও শ্রদ্ধার নজরে দেখার তা'লীম দেবে, যাতে বিদেশী, মুসাফির, অপরিচিত কোন ব্যবসায়ী বা ভিক্ষুক প্রভৃতির সাথে কোন অসমীচীন দুর্ব্যবহার ও বেআদবী না করে।

হাসিরও একটা আদব আছে। শিশু যাতে হো-হো করে হাসতে অভ্যাসী না হয়, তার চেষ্টা করবে মা-বাপ।

পিতা-মাতার উচিত, ছেলেমেয়েদের গতিবিধি সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করা। যাতে গোপনে তারা কুপথে পা বাড়িয়ে না বসে। তাদের কৈশোর অবস্থা থেকে এমন সতর্ক হওয়া উচিত, যাতে জাত-কুলে ও মান-সম্ভ্রমে কোন প্রকার কালিমা না পড়ে এবং আল্লাহর গযব তাদের উপর না এসে পড়ে। তাদের উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রেখে তাদেরকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া পিতামাতার আদৌ উচিত নয়। যুবক কুটুমের খিদমতে কিশোরী বা যুবতী মেয়েকে নিযুক্ত করা, কিশোরী বা যুবতী কুটুমের সাথে কিশোর বা যুবক ছেলের অবাধ মিলামিশা ও কথাবার্তার সুযোগ দেওয়া, কিশোরী বা যুবতী মেয়ের মাধ্যমে দোকান বা বাজার করার কাজ নেওয়া কোন মুসলিম ও জ্ঞানী পিতামাতার কাজ নয়। কারণ, এ সবে অনেক ক্ষেত্রে অঘটন ঘটে, তা বলাই বাহুল্য।

ইসলামে এমন পিতামাতা পিতাগিরি বা মাতাগিরির অযোগ্য, যারা নিজেদের ছেলেমেয়েদের চরিত্র বিষয়ে কোন খোঁজ-খবর রাখে না এবং তাদের আচরণের প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপই করে না। এদের মত পিতা-মাতাকে স্বার্থবাদী ও কেবল কামলালসা চরিতার্থকারীই বলা চলে।

www.QuranerAlo.com

মুসলিম পরিবেশে প্রত্যেকের স্ব-স্ব গুরুভার ও দায়-দায়িত্ব আছে, যা সকলকেই সঠিকভাবে পালন করতেই হয়। রাজার উপর প্রজার ভালো-মন্দের দায়িত্ব, গৃহকর্তার উপর গৃহবাসী ও পরিবার-পরিজনের ভালো-মন্দের দায়িত্ব, স্ত্রীর উপর স্বামীর সংসারভার ও তার ভালো-মন্দের দায়িত্ব, ক্রীতদাস ও ভৃত্যের উপর প্রভুর সম্পদের ভালো-মন্দের দায়িত্ব থাকে। আর প্রত্যেককেই তার নিজ দায়িত্ব প্রসঙ্গে বিচার দিনে কৈফিয়ত দিতে হবে।[১]

গরু বা ছাগলে ফসল নষ্ট করলে যেমন রাখালকে তার জন্য কৈফিয়ত দিতে হয়, কেন ফসল নষ্ট করল? কেন সে ঠিকমত পাল রক্ষা করেনি? কেন সে তার দায়িত্বে দেওয়া গরু-ছাগলের গতিবিধি লক্ষ্য করেনি? তদনুরূপ ঐ সকল দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা হবে, কেন তোমার রাজ্যে অরাজকতা ও আল্লাহদ্রোহিতা চলছিল? কেন তোমার ছেলে ব্যভিচারী ও উচ্ছৃঙ্খল মস্তান হয়েছিল? কেন তোমার মেয়ে বেপর্দা হয়ে গুপ্ত অঘটন ঘটিয়েছিল? কেন তোমার স্ত্রী দ্বিচারিণী ছিল? কেন তোমার স্বামীগৃহে এ অঘটন ঘটেছিল? কেন তোমার প্রভুর ধন চুরি গিয়েছিল? কেন? কেন? কেন?

তখন সেই বিশ্বাধিপতিকে কে দিতে পারবে এই 'কেন'র জবাব? বলা বাহুল্য সেদিন সকলকেই ভুগতে হবে অবজ্ঞা, অবহেলা ও উন্নাসিকতার সাজা।

শিশুর সাত বছর বয়স হলে মুসলিম পিতামাতার উচিত, তাকে নামাযের ট্রেনিং দেওয়া, নামায পড়তে আদেশ করা। হাতে ধরে মসজিদে নিয়ে গিয়ে জামাআত সহকারে নামাযের অভ্যাসী করা। দশ বছর বয়স পর্যন্ত নামাযে অভ্যাসী না হলে তাকে প্রহার করা এবং বল প্রয়োগ করেও তাকে মসজিদ মুখো করা।[২]

নামাযের সাথে সাথে শিশুকে অন্যান্য দ্বীনী শিক্ষা অবশ্যই দান করবে। প্রথমতঃ তার আকীদা ও বিশ্বাস শুদ্ধ করবে। পরিবেশের ফলে যে ভুল ও অমূলক বিশ্বাস তার মনে বদ্ধমূল হয়ে গেছে তা মোচন করে দেবে। শির্ক ও বিদআত থেকে সতর্ক ও সাবধান করবে এবং যাবতীয় ইবাদতের

---

[১] *বুখারী ৫১৮৮ নং।*

[২] *আবূ দাঊদ ৪৯৫নং, আহমাদ ২/১৮৭।*

www.QuranerAlo.com

নিয়ম-কানুন শিখিয়ে দেবে। যথসময়ে পঠনীয় দুআ শিক্ষা দেবে। সম্ভব হলে কুরআন কারীম হিফ্য করাবে।

একথা বিদিত যে, সন্তান সভ্য ও ধার্মিক হলে পিতামাতার উভয়কালে সুনাম হবে। অন্যথা ইহকালে দুর্নাম ও পরকালে দুর্ভোগ হবে। তাছাড়া কবর থেকেই সন্তানের এবং তার দ্বারা অতিষ্ঠ ও নিপীড়িত মানুষের গালি ও অভিশাপ খেতে হবে। যেখানে তারা দুআ ও সওয়াবের মুখাপেক্ষী থাকবে, সেখানে তার পরিবর্তে পাবে নানাবিধ্ ভর্ৎসনা, গালি ও বদ্দুআ!

অতএব এমন সন্তান মানুষ করার ব্যাপারে জনক-জননীকে শত-সহস্র সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, যাতে দুধ দিয়ে কাল পুষে হিতে বিপরীত না হয়ে যায়।

সন্তানকে আদর-যত্ন

আপন সন্তানের প্রতি স্নেহ-বাৎসল্য আবার কার নেই? কোন কঠোর-হৃদয় পিতা ব্যতীত সকল পিতাই নিজের স্নেহ-পুত্তলিকে কোলে ভরে স্নেহ-চুম্বন দিয়ে থাকে। এটা মানুষের এক প্রকৃতিগত ধর্ম। সন্তান তো দূরের কথা -যারা (কোন জীবের প্রতি) দয়া করে না, তাদের প্রতি সৃষ্টিকর্তাও দয়া করেন না।[১]

শিশুকে কোলে নিয়ে তার সাথে হাসি-খেলি করা, উপহাস ও মস্করা করা এবং স্নেহার্দ্র কথাবার্তা বলা বড় ও ছোট সকল শ্রেণীর মানুষের কর্তব্য। প্রিয় নবী ﷺ এমনটাই করে নিজ উম্মতকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

পিতামাতার উচিত, সন্তানের উপর বদ্দুআ ও অভিসম্পাত না করা। বরং সে কষ্ট দিলেও তার জন্য সুপথ-প্রাপ্তি ও সৎ-প্রয়াসের দুআ করা উচিত। যেমন নিজের উপর, দাস-দাসী, ধন-সম্পদ এবং পশুর উপরও বদ্দুআ করা উচিত নয়। কারণ, সে দুআ কবুল হয়ে গেলে ক্ষতি নিজেরই।[২]

---

[১] *বুখারী ৫৯৯৭ নং।*

[২] *আবূ দাঊদ ১৫৩২ নং।*

www.QuranerAlo.com

সাধারণতঃ সন্ধ্যার সময় খবীস জিনরা অধিক ছড়িয়ে পড়ে, তাই পিতামাতার কর্তব্য, ঐ সময় শিশুকে বাড়ির বাইরে যেতে না দেওয়া।[১]

শিশুকে বদ-নজর লাগা সত্য। তার চিকিৎসার জন্য শরীয়ত-সম্মত ঝাড়ফুঁক করা ও করানো যায়। শিশুকে অন্যান্য আপদ-বিপদ, শয়তান ইত্যাদির হাত হতে রক্ষার নিমিত্তে এই দুআ দেওয়া উচিত,

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ، وَّمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَّمَّةٍ،

(আউযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত্তা-ম্মাহ, মিন কুল্লি শায়ত্বানিউঁ অহা-ম্মাহ, অমিন কুল্লি আইনিল লা-ম্মাহ।)[২]

জ্ঞাতব্য যে, বদ-নজর দূর করার উদ্দেশ্যে কোন প্রকার তাবীয, 'দুধ-তোলা' কবচ ইত্যাদি ব্যবহার বৈধ নয়। যেমন এই উদ্দেশ্যে শিশুর গালে বা পাশ-কপালে কালির ফোটা দেওয়া শির্কী কর্ম।

পুরুষের জন্য গাম্ভীর্য এক সুগুণ। পক্ষান্তরে শিশুদেরকে সালাম দেওয়াও এক প্রকার সদাচারিতা ও ধর্মীয় সদ্‌গুণ। তার সাথে তাদের মাথায় হাত বুলানো, তাদের জন্য নেক দুআ করা আদর্শবান মানুষের কাজ।

নাবালক শিশু ও পর্দা

শিশুদের কাছে বেগানা মহিলার পর্দা নেই। অতএব বিনা অনুমতিতে তারা বাড়ি প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু পিতামাতা বা আর কারো শয়নকক্ষে প্রবেশ করার জন্য শিশুরা (যারা যৌনতা বিষয়ে অজ্ঞ তারা)ও পিতামাতা বা কক্ষবাসীর নিকটে তিন সময় অনুমতি নেবে; ফজরের নামাযের পূর্বে, এশার নামাযের পর এবং দ্বিপ্রহরে, যখন বিশ্রামের উদ্দেশ্যে পরিহিত বস্ত্র শিথিল করা হয় তখন। কারণ, এই তিন সময় (বাহ্যিক বস্ত্রাদি খুলে রাখা হয় বলে) গোপনীয়তা অবলম্বন করার সময়। *(সূরা নূর ৫৮ আয়াত)* আর একজন শিশুর সামনেও বিবস্ত্র হলে অবশ্যই লজ্জা লাগে।

---

[১] *বুখারী* ৩২৮০ নং।

[২] *বুখারী* ৩৩৭১ নং।

www.QuranerAlo.com

শিশু ও নামায-সংক্রান্ত কিছু মাসায়েল

দুগ্ধপোষ্য শিশু, যে এখনও মায়ের দুধ ছাড়া অন্য কোন খাবার খেতে পারে না, সে যদি কারো বস্ত্রে প্রস্রাব করে দেয় তাহলে তার উপর পানির ছিটা দিলেই ঐ বস্ত্রেই নামায হয়ে যায়। অবশ্য শিশু মেয়ে হলে তা ধুয়ে না ফেলা পর্যন্ত ঐ কাপড়ে নামায হয় না। পক্ষান্তরে শিশু দুধের সাথে অন্য খাবার খেতে শুরু করলে -সে ছেলে হোক অথবা মেয়ে- উভয়েরই প্রস্রাব ধৌত না করা পর্যন্ত কাপড় পবিত্র হয় না, বিধায় তাতে নামাযও হয় না।

প্রয়োজনে শিশুকে কোলে নিয়ে নামায পড়া যায়। রুকু বা সিজদার সময় তাকে নিচে নামিয়ে রেখে পুনরায় কিয়াম বা বৈঠকের সময় কোলে তুলে নিয়ে নামায পড়া যাবে। তবে নামাযের একাগ্রতা ও মনোযোগিতার প্রতি খেয়াল অবশ্য জরুরী।

নাবালক শিশু আযান দিতে ও ইমামতি করতে পারে। পুরুষদের কাতারে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে পারে। অবশ্য সাধারণ জামাআতের সময় পুরুষদের কাতার সবার আগে, অতঃপর বালকদের, অতঃপর মহিলা ও বালিকাদের কাতার হবে।

জামাআত চলকালে কোন শিশুর কান্না শোনা গেলে ইমাম সাহেবের উচিত, নামায হাল্কা করে পড়া।

জানাযায় মহিলা ও শিশুর লাশ একত্রিত হলে ইমামের সম্মুখ ভাগে শিশুর ও পরে কেবলার দিকে মহিলার মৃতদেহ রাখতে হবে। পুরুষ, শিশু ও মহিলার লাশ একত্রে জমা হলে, ইমামের সামনে পুরুষের, অতঃপর শিশুর, অতঃপর শেষে কেবলার দিকে মহিলার লাশ রেখে জানাযা পড়তে হবে।

শিশু ও রোযা-হজ্জ

নাবালক ছেলে-মেয়েদের উপর রোযা ফরয না হলেও পিতামাতা তাদেরকে রোযা রাখার অনুশীলন দেবে। বিভিন্ন বৈধ খেলার সুযোগ দিয়ে ক্ষুধা ভুলিয়ে রাখবে।

পিতামাতার সঙ্গে যদি শিশু হজ্জ করতে যায়, তাহলে তার হজ্জ শুদ্ধ হবে এবং সকলেই সওয়াবের অধিকারী হবে। তবে সাবালক হওয়ার পর তার হজ্জ করার সামর্থ্য হলে পুনরায় তার জন্য হজ্জ করা ফরয হবে।

www.QuranerAlo.com

কারণ শিশু অবস্থায় শুদ্ধ হলেও তা নফল হজ্জ বলে গণ্য হবে। আর ফরয পালন হবে বয়ঃপ্রাপ্তির পরই, তার আগে নয়।

যাই হোক, শিশু অবস্থায় হজ্জ করলে যথাসাধ্য নিজে নিজেই সমস্ত আহকাম পালন করবে। যা তার অসাধ্যে তা তার পিতা-মাতা নায়েব হয়ে করে দেবে। উল্লেখ্য যে, শিশুর খতনা না হয়ে থাকলেও হজ্জ শুদ্ধ হয়ে যায়।

বাল্য-বিবাহ, তালাক ও ইদ্দত

সাবালক হওয়ার পূর্বেই বালক-বালিকার বিবাহ দেওয়া অভিভাবকের জন্য বৈধ। তবে শারীরিক বা স্বাস্থ্যগত কোন ক্ষতির শঙ্কা থাকলে শিশু বা কিশোর বর-কনের মাঝে মিলনের সুযোগ দেওয়া উচিত নয়।

বিবাহের পর বালক বর বালিকা বধুকে তালাক দিলে সে তালাক গণ্য হবে না। অবশ্য সাবালক হওয়ার পরে তালাক দিলে, সে তালাক গণ্য হবে। বালিকার তরফ থেকে তার অভিভাবক তার স্বামীর নিকট খোলা নিতে পারে না। অবশ্য সাবালিকা হওয়ার পর স্বামী পছন্দ না হলে তার খোলা নেওয়ার এতিয়ার থাকবে।

বালিকা স্ত্রী তার সাবালক স্বামীর নিকট (মিলন হওয়ার পর) তালাক-প্রাপ্তা হলে তিন মাস ইদ্দত পালন করবে। আর স্বামী মারা গেলে ৪ মাস ১০ দিন ইদ্দত ও শোক পালন করবে। এর পরেই তার দ্বিতীয় বিবাহ সম্ভব হবে।

শিশু ও শিশু কর্তৃক ক্রয়-বিক্রয়

শিশুর অসিয়ত ও ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ নয়। অবশ্য অভিভাবক ও অপর কারো নির্দেশ মতে ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে এবং তা শুদ্ধ। পিতামাতার অজান্তে শিশু যদি কোন জিনিস কাউকে বিক্রয় করে মূল্য গ্রহণ করে থাকে এবং তারা জানতে পারলে মূল্য ফিরিয়ে দিয়ে সেই জিনিস ফিরিয়ে নিতে চায়, তাহলে ক্রেতা সেই জিনিস ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হবে। যেমন তাদের অজান্তে কোন জিনিস ক্রয় করলে এবং জানার পর তা ফেরৎ দিতে চাইলে বিক্রেতা মূল্য ফিরিয়ে নিয়ে সেই জিনিস অবশ্যই ফেরৎ দিতে হবে। পক্ষান্তরে পিতামাতার আদেশ ও অনুমতিক্রমে শিশু কিছু ক্রয়-বিক্রয় করলে তা শুদ্ধ বলে গণ্য হবে।

www.QuranerAlo.com

শিশু-কিশোর ও জিহাদ

বালকের শক্তি ও ধৈর্য আছে জানলে তাকে জিহাদে যেতে অনুমতি দেওয়া হবে। জিহাদের ময়দানে শত্রু পক্ষের শিশু-সন্তান ও নারীদেরকে হত্যা করা ইসলামে বৈধ নয়। যুদ্ধ-বন্দীদের মধ্যে মা ও শিশুকে পৃথক করে বন্দী রাখাও বৈধ নয় মানবতার ধর্ম ইসলামে।[১]

শিশু ও অপরাধ

শিশু (অনুরূপভাবে পাগল ও ঘুমন্ত ব্যক্তির) কোন ত্রুটি ত্রুটি নয়। যেমন তাদের কোন অপরাধও ধর্তব্য নয়; বরং মার্জনীয়।[২]

অবশ্য জ্ঞানসম্পন্ন শিশু-কিশোর ইসলামী শরীয়তের আইনতঃ কোন দণ্ডনীয় অপরাধ করে থাকলে, তাকে সে দণ্ড না দিয়ে শিক্ষামূলক কিছু শাস্তি দিতে হয়। যেমন চুরি করে ফেললে তার হাত না কেটে হাল্কা কিছু এমন সাজা দিতে হয়, যাতে সে আগামীতে আর চুরি না করে।

কোন বিচার্য বিষয়ে শিশুদের (ও নাবালক কিশোরদের) সাক্ষি গ্রহণযোগ্য নয়। অবশ্য তাদের আপোসের ঝগড়া-মারামারিতে একজনের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে অপরজনের সাক্ষি গ্রহণ করা যাবে।

শিশুর ধর্ম ও পরকালের পরিণাম

প্রত্যেক শিশুই ইসলামের প্রকৃতি নিয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর যখন সে বলতে ও বুঝতে শিখে, তখন থেকে তার ঐ প্রকৃতির ক্রমবিকাশ অথবা পরিবর্তন ঘটতে থাকে। পিতামাতা, পালয়িতা বা পরিবেশের ধর্ম ও গুণ অনুসারে তার ধর্ম ও গুণ তার মন ও মগজে বদ্ধমূল হতে থাকে।

শিশুর পিতামাতা বিধর্মী হলেও -যেহেতু তার কোন দোষ ও পাপ নেই- সেহেতু সে পিতামাতার কারণে দোযখবাসী হবে না। কারণ, বিনা

---

[১] *তিরমিযী ১২৮৩ নং।*

[২] *আবূ দাঊদ ৪৩৯৮ নং।*

www.QuranerAlo.com

কোন আমলে (একমাত্র মহান আল্লাহর বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহে) বেহেশ্‌ত্‌ যাওয়া যায়, কিন্তু বিনা কোন পাপ বা অপরাধে দোযখে কেউ যাবে না। এটা দয়াময় আল্লাহর পরিপূর্ণ ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা। তবে ঐ শিশুদের (যাদের পিতামাতা কাফের এবং যারা শিশু অবস্থায় সাবালক হওয়ার পূর্বেই মারা গেছে তাদেরকে, আর অনুরূপভাবে যাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত আদৌ পৌঁছেনি এবং যারা আজীবন পাগল তাদের) নিকট থেকে কিয়ামতে এক প্রকার আনুগত্যের পরীক্ষা নেওয়া হবে। অতঃপর ঐ পরীক্ষায় যে উত্তীর্ণ হবে সে জান্নাতবাসী এবং যে অনুত্তীর্ণ হবে সে জাহান্নামবাসী হবে।[১]

শিশু সাবালক কখন হয়?

শিশুদের বয়ঃপ্রাপ্ত বা সাবালক হওয়ার কিছু প্রতীক রয়েছে। যেমন নাভির নিচে পুরু লোম গজানো, (স্বপ্নে অথবা জাগরণে) বীর্যস্খলন, (বালিকাদের) মাসিক রেতঃপাত ইত্যাদি। অবশ্য এসব কিছু না দেখা গেলেও তাদের বয়স ১৫ বছর হলেই তাদেরকে সাবালক বা সাবালিকা গণ্য করা হবে। আর তখন তার উপর শরীয়তের সকল অবশ্য-পালনীয় হুকুম-আহকাম পালন করা ওয়াজেব হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ১৫ বছর বয়স হওয়ার পূর্বে পূর্বেই কারো মধ্যে ঐ নিদর্শনগুলির কোন একটা দেখা গেলে সে সাবালক বা সাবালিকায় পরিণত হয়েছে বলে জানতে হবে।

শিশুর জন্মদিন

শিশুর জন্মদিন পালন করা এবং সেই দিনে কোন উৎসব ও অনুষ্ঠান সহ খুশী উদ্‌যাপন করা বিধর্মীয় প্রথা; মুসলিমদের জন্য তা বৈধ নয়। তাছাড়া জন্মদিনে খুশী ও উৎসব করা নেহাতই বোকামী। জীবন থেকে একটি বছর ঝরে গেলে তার জন্য আক্ষেপ ও দুঃখ করা উচিত, খুশী নয়।

[১] *তফসীর ইবনে কাসীর ৩/৪২ দ্রঃ।*

www.QuranerAlo.com

শিশুর শরয়ী চিকিৎসা

কথা বিদিত যে, শিশু বা অন্য কারোর কোন চিকিৎসায় তাবীয ব্যবহার বৈধ নয়। বৈধ নয় কোন চিকিৎসার আশায় শির্কী আড্ডায় উপস্থিত হওয়া। অবশ্য ডাক্তারী চিকিৎসার পাশাপাশি কিছু শরয়ী চিকিৎসা আছে, যা ব্যবহার করে পিতামাতা শিশুর আরোগ্য কামনা করতে পারেন। সেই চিকিৎসার কিছু নিম্নরূপ ঃ-

*** সুসন্তান চাইবার দুআ**

﴿رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء﴾ (٣٨) سورة آل عمران

﴿رَبِّ لاَ تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ (٨٩) سورة الأنبياء

﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (١٠٠) سورة الصافات

*** জিন ও বদনজরাদি থেকে শিশুদের বাঁচাতে**

শিশুকে বদ-নজর লাগলে, যদি আপনি নিশ্চিতরূপে জানেন যে, অমুকের দৃষ্টি থেকে বদ-নজর লেগেছে, তাহলে তাকে অনুরোধ করে কোন পাত্রে গোসল করতে বলে সেই পানি দ্বারা শিশুকে গোসল করান।[১]

সূরা ফাতিহা, ইখলাস, ফালাক্ব ও নাস পড়ে নিয়মিত ঝাড়ফুঁক করুন। সেই সাথে নিম্নের দুআ দুটিও পড়ুন ঃ-

أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ.

উচ্চারণঃ- উঈযুকুমা বিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-ম্মাহ, মিন কুল্লি শায়ত্বা-নিঁউ অ হা-ম্মাহ, অমিন কুল্লি আইনিল লা-ম্মাহ।

অর্থ- আমি তোমাদেরকে আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীসমূহের অসীলায় প্রত্যেক শয়তান ও কষ্টদায়ক জন্তু হতে এবং প্রত্যেক ক্ষতিকারক (বদ) নজর হতে আল্লাহর পানাহ দিচ্ছি।[২]

---

[১] *মুসলিম, মিশকাত ৪৫৩১নং।*
[২] *বুখারী।*

www.QuranerAlo.com

بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ، اَللهُ يَشْفِيْكَ، بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ.

উচ্চারণঃ- বিসমিল্লা-হি আরক্বীক, মিন কুল্লি শাইয়িন ইউ'যীক, অমিন শার্রি কুল্লি নাফসিন আউ আইনি হা-সিদ, আল্লা-হু য়্যাশফীক, বিসমিল্লা-হি আরক্বীক।

অর্থ- আমি তোমাকে আল্লাহর নাম নিয়ে প্রত্যেক কষ্টদায়ক বস্তু থেকে এবং প্রত্যেক আত্মা অথবা বদনজরের অনিষ্ট থেকে মুক্তি পেতে ঝাড়ছি। আল্লাহ তোমাকে আরোগ্য দান করুন। আল্লাহর নাম নিয়ে তোমাকে ঝাড়ছি।[১]

*** জিন ঝাড়তে**

শিশুকে জিনের আসর হয়েছে মনে করলে আয়াতুল কুরসী, সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস দিয়ে নিয়মিত ঝাড়ফুঁক করুন।

*** রোগী শিশুকে ঝাড়তে**

শিশু অসুস্থ হলে নিম্নের দুআ পড়ে ঝাড়ুন ঃ-

أَذْهِبِ الْبَأْسَ، رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاءُكَ شِفَاءً لاَّ يُغَادِرُ سُقْماً.

উচ্চারণ- আযহিবিল বা'সা রাব্বান্না-সি অশফি আনতাশ শা-ফী লা শিফা-আ ইল্লা শিফা-উকা শিফা-আল লা য়্যুগা-দিরু সুক্বমা।

অর্থ- কষ্ট দূর করে দাও হে মানুষের প্রতিপালক! এবং আরোগ্য দান কর, তুমিই আরোগ্যদাতা, তোমার আরোগ্য দান ছাড়া কোন আরোগ্য নেই। এমন আরোগ্য দান কর যাতে কোন পীড়া অবশিষ্ট না থাকে।[২]

أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ، رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، أَنْ يَّشْفِيَكَ.

উচ্চারণঃ- আস্‌আলুল্লা-হাল আযীম, রাব্বাল আরশিল আযীম, আঁই

---

[১] *মুসলিম, তিরমিযী।*
[২] *বুখারী, মুসলিম।*

www.QuranerAlo.com

য়্যাশফিয়াক।

অর্থঃ- আমি সুমহান আল্লাহ, মহা আরশের প্রভুর নিকট তোমার আরোগ্য প্রার্থনা করছি।

এই দুআ কোন মুমূর্ষু রোগীর কাছে ৭বার পড়লে তার আরোগ্য হয়।[১]

*** শিশুকে দ্বীনদার করার জন্য দুআ**

আপনার শিশুকে দ্বীনদার নামাযী ও চক্ষু শীতলকারী বানাতে আল্লাহর কাছে নিম্নের প্রার্থনা করুন ঃ-

﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء﴾

(٤٠) سورة إبراهيم

﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ (٧٤) سورة الفرقان

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

---

[১] *সহীহুল জামে' ৫৬৪২, ৬২৬৩ নং।*

শিশু প্রতিপালন

ও শিশু সম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত মাসায়েল

তাওহীদ পাবলিকেশন্স
ঢাকা-বাংলাদেশ

ISBN : 978-984-8766-50-2

9 789848 766502